Aurelius Augustinus

Sermo XLVI - De Pastoribus in Ezechiel XXXIV, 1-16

লাতিন পাঠ্য : CORPUS CHRISTIANORUM LATINORUM (CCL)। CCL-এর প্রকাশিত পুস্তক on-line না থাকায়, বিকল্প লাতিন পাঠ্য এই লিংকে পাওয়া যেতে পারে (যা স্থানে স্থানে CCL-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2020-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : 2 February 2020

Version 1.2 (April 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

আউরেলিউস আগস্তিন

৪৬তম উপদেশ

এজেকিয়েল ৩৪:১-১৬ সংক্রান্ত

পালকগণ বিষয়ক উপদেশ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু আগস্তিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘পালকগণ বিষয়ক উপদেশ’

পালকগণ বিষয়ক উপদেশ

সেই যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়

বিশপগণ ও খ্রিষ্টভক্তগণ

পল বিনামূল্যে সুসমাচার প্রচার করলেন

প্রেরিতদূত পলের আদর্শ

নিতান্ত অযোগ্য একটা উপদেশ

মন্দ পালকেরা সুস্থ মেষগুলোকে মেরে ফেলে

আসন্ন পরীক্ষা বিষয়ে ভক্তদের কাছে সতর্ক বাণী

খ্রিষ্টের ক্রুশের সহভাগী ভক্তগণ

ভীত মানুষকে উৎসাহিত করা কর্তব্য

পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণুতা

ভ্রান্তমতপন্থীকে মেষঘেরিতে ফিরিয়ে আনা দরকার

বলবান যেন ভ্রষ্ট না হয়

ভাল পর্বত ও মন্দ পর্বত

বহুবিধ ভ্রান্তমত ও মণ্ডলীর ঐক্য

প্রভুর শপথ

পালক ও প্রহরী

ভ্রান্তমতপন্থী পালকের কাছ থেকে চাওয়া কড়া কৈফিয়ত
তারা যা বলে তোমরা তা কর, নিজেরা যা করে তা করো না
খ্রিষ্টের মেষগুলো তাঁর কণ্ঠ শোনে
শাস্ত্রের রচয়িতাগণই ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত
খ্রিষ্ট যাদের বিমুক্ত করেছেন তাদের ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান
প্রবঞ্চক দিয়াবলকে দণ্ড
ভ্রান্তমতপন্থীদের ছল-চাতুরি
ভাল পালকদের কখনও অভাব হবে না
কাথলিকরা দনাতুসপন্থীদের সমাবেশ থেকে বিচ্যুত
মণ্ডলী যে সার্বজনীন তা শাস্ত্রে উল্লিখিত
নেকড়ের কণ্ঠ নয়, পালকেরই কণ্ঠ শোনা উচিত
পরম গীত সংক্রান্ত দনাতুসপন্থীদের অপব্যাখ্যা
আফ্রিকায় আগত বিদেশী খ্রিষ্টভক্ত
হাবাকুক বিষয়ে দনাতুসপন্থীদের অপব্যাখ্যা
দনাতুসের ভ্রান্তমতের উৎপত্তি
হাবাকুকের ভাববাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যা
কিরেনীয় শিমোন ও আরিমাথেয়ার যোসেফ

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

উপ (উপদেশক)

পরমগীত (পরম গীত)

সিরা (বেন সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

এজে (এজেকিয়েল)

হাবা (হাবাকুক)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাধু আগস্তিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আউরেলিউস আগস্তিন ১৩ই নভেম্বর ৩৫৪ সালে রোম সাম্রাজ্যের নুমিদিয়া

(আজকালীন কনস্তান্তিনা) প্রদেশে অবস্থিত থাগাস্তে গ্রামে (আজকালীন সুক-আহ্রাস, আলজেরিয়া) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পাত্রিকিউস খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন না, কেবল মৃত্যুশয্যায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন (৩৭১ খ্রিঃ); তাঁর মাতা মণিকা ছিলেন ভক্তিময়ী একজন খ্রিষ্টিয়ান মহিলা। মাতা-পিতা দুজনেই 'আমাজিঘ' স্থানীয় জাতির মানুষ ছিলেন।

সেসময় বাপ্তিস্ম শিশুকালে নয়, ছেলেবেলায় বা যৌবনকালেই দেওয়ার প্রথা ছিল, কিন্তু তবুও মাতা মণিকা ছেলে আগস্তিনকে খ্রিষ্টধর্মের নীতি অনুযায়ী গড়ে তোলেন ও তাঁর কপাল ক্রুশচিহ্নে চিহ্নিত করেন। তারপর, সময়মত, তাঁকে দীক্ষাপ্রার্থীদের তালিকায় তালিকাভুক্ত করেন। একসময়, যখন আগস্তিন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তিনি নিজে বাপ্তিস্ম প্রার্থনা করেন, কিন্তু সুস্থতা লাভ করার পর বাপ্তিস্মের তারিখ স্থগিত করেন।

জন্মস্থান সেই থাগাসতেতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর, তিনি লাতিন ভাষায়

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মাদাউরায় ও কার্থাগোতে চলে যান। ৩৭৪ সালে আবার থাগাসতেতে ফিরে এসে সেখানে ব্যাকরণশাস্ত্র শেখান (৩৭৪); তারপর কার্থাগোতে (৩৭৫-৩৮৩) ও রোমে (৩৮৪) বাক্যালঙ্কারশাস্ত্রে আধ্যাপকতা করেন; অবশেষে মেদিওলানুমে (আজকালের মিলানে) সেবিষয়ে প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন (৩৮৪-৩৮৬)।

ইতিমধ্যে, যখন তাঁর বয়স ১৯ বছর, শহরগুলোর হৈচৈপূর্ণ জীবনধারায় আকর্ষিত হয়ে তিনি কাথলিক ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেন, নীতিবিহীন জীবন যাপন করেন এমনকি একজন উপপত্নী ঘরে এনে সেই সংসর্গের ফলে তাঁর একটি ছেলে হয়। একইসঙ্গে সত্যের অনুসন্ধানে তিনি মানিবাদে (অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিক মানি-র মতবাদে) যোগ দেন; আসা ছিল, মানিবাদের সাহায্যে তিনি অমঙ্গল-সমস্যা সমাধান করবেন।

কিন্তু সময়ক্রমে, বিশেষভাবে গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে, আগস্তিন মানিবাদের অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে বেশ কিছু দিন ধরে সংশয়বাদে যোগ দেন, যা অনুসারে মানুষ যা জানে ও যা শেখে তাও সত্য-ক্ষেত্রে সর্বদা অনিশ্চিত।

এক কথায়, এসমস্ত বছর ধরে তিনি তীব্র কাথলিক-বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করতে করতে সেইসঙ্গে সত্য লাভের প্রতিও তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। তেমন দ্বন্দ্বের ভাঙ্গন শুরু হল যখন তিনি মিলানের বিশপ আম্ব্রোজের প্রচারে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। এবং গভীর মনপরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে, নীতিহীনতাই তাঁকে খ্রিষ্টধর্ম পালন থেকে দূরে রাখছিল; এও উপলব্ধি করেন যে, যে কাথলিক মণ্ডলীকে তিনি নিস্প্রয়োজন মনে করে এসেছিলেন, সেই মণ্ডলীই সত্য-খ্রিষ্টের কাছে যাওয়ার পথ।

সময় নষ্ট না করে তিনি উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে অধ্যাপক পদও ত্যাগ করেন, উপপত্নীকেও ত্যাগ করেন, এবং অন্যান্য দীক্ষাপ্রার্থীদের সঙ্গে ধর্মশিক্ষা পাবার পর পাস্কা নিশিজাগরণীতে (২৪-২৫ এপ্রিল ৩৮৬) বিশপ আম্ব্রোজের হাতে নিজের ছেলে আদেওদাতুস (ওরফে ঈশদান) এর সঙ্গে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়স তখন ৩২ বছর।

মনে শান্তি ফিরে পেয়ে আগস্তিন, তাঁর মা মণিকা, তাঁর ছেলে ও কয়েকজন বন্ধু আফ্রিকায় ফিরে যান। গিয়ে, আগে থাগাসতেতে, পরে হিপ্পো রেগিউস-এ (আজকালীন আন্নাবা) সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন, কিন্তু ৩৯১ সালে তাঁর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) পদে, এবং শহরের বিশপ মারা গেলে বিশপ পদে নিযুক্ত করা হয় (৩৯৫ বা ৩৯৬ খ্রিঃ)।

বিশপীয় সেবাকর্ম পালনে তিনি ধর্মশিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন; এবং যে যে ভ্রান্তমত একসময় তাঁকে আকর্ষিত ও পথভ্রান্ত করেছিল, তিনি মৃত্যুর দিন

পর্যন্ত (২৮শে আগষ্ট ৪৩০) সেই মানিবাদ, দনাতুসবাদ, পেলাগিউসবাদ ও আরিউসবাদের বিপক্ষে কাথলিক মণ্ডলীর প্রকৃত খ্রিষ্টতত্ত্ব সমর্থন করেন।

‘পালকগণ বিষয়ক উপদেশ’

লেখক হিসাবে সাধু আগস্তিনের খ্যাতি দু’টো পুস্তকের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে, তথা ‘স্বীকারোক্তি’ ও ‘ঈশ্বরের নগরী’। পুস্তক দু’টো একপ্রকারে শিক্ষিত সমাজের প্রতি উপস্থাপিত। কিন্তু বিশপ হিসাবে তিনি অশিক্ষিত সেই সাধারণ খ্রিষ্টভক্তদের খ্রিষ্টীয় ও মণ্ডলীগত চেতনা-উন্নয়নের জন্যই চিন্তিত ছিলেন, আর সেই উদ্দেশ্যে তাঁর নানা ব্যাখ্যা পুস্তক স্মরণীয় যা বাইবেলের নানা পুস্তকে কেন্দ্রীভূত, যেমন সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা, যোহন-রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা, যোহনের প্রথম পত্রের ব্যাখ্যা, বহুবিধ উপদেশ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখা।

এখানে উপস্থাপিত ‘পালকগণ বিষয়ক উপদেশ’ তাঁর উপদেশ-সামগ্রীর অন্যতম; উপদেশটা ৪১৪ খ্রিষ্টাব্দের পরের লেখা। সেসময় সেই অঞ্চলে নানা ভ্রান্তমত খ্রিষ্টভক্তদের মন বিভ্রান্ত করত বিধায় তিনি এ উপদেশে ভাল ও মন্দ পালকদের বিষয়ে শ্রোতাদের সচেতন করতে অভিপ্রেত। তারাই মন্দ ও নকল পালক যারা ভ্রান্তমত শেখায় ও শ্রোতাদের মন রেখে অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রদান করে। তাঁর ভাষায় এই পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়। অপরদিকে ভাল পালকেরাও রয়েছেন যাঁরা নিজেদের অভিমত নয় বরং ঈশ্বরেরই বাণী অনুসারে ভক্তদের শিক্ষা প্রদান করেন; এঁদের দ্বারা স্বয়ং খ্রিষ্টই এখনও মেষগুলো চরান।

এই উপদেশে দনাতুসের ভ্রান্তমতের কথা বারে বারে উল্লিখিত বিধায় সেই বিষয় কিছুটা বলা বাঞ্ছনীয়। দনাতুস ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর একজন বিশপ যিনি এধারণা সমর্থন করতেন যে, মণ্ডলীর সেবাকর্মীদের (অর্থাৎ বিশপ, প্রবীণ ইত্যাদি) প্রার্থনা ও সম্পাদিত সাক্রামেন্ত তখনই মাত্র কার্যকর যখন সেই সেবাকর্মী সাধু জীবন যাপন করে; সুতরাং অসাধু বা অযোগ্য কোন সেবাকর্মী বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত সম্পাদন করলে, যে ব্যক্তি তার হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে, যাতে তার বাপ্তিস্ম কার্যকর হয় তার জন্য এ প্রয়োজন যে, সেই ব্যক্তি সুযোগ্য কোন সেবাকর্মীর হাতে পুনরায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে (এজন্যই এই উপদেশে সাধু আগস্তিন এ অপপ্রচারকদের ‘পুনর্বাপ্তিস্মদাতা’ বলে চিহ্নিত করেন)। একই প্রকারে, যে সেবাকর্মী নির্যাতনকালে প্রাণ বাঁচাবার জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাস ত্যাগ করেছিল

কিন্তু নির্যাতনের শেষে নিজ অপরাধ স্বীকার করে মণ্ডলীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, দনাতুসপন্থীদের মতে তারও সম্পাদিত সাক্রামেন্তগুলো ছিল অকার্যকর।

সেকালের খ্রিষ্টমণ্ডলী দনাতুসের এই অভিমত ভ্রান্তমত বলে চিহ্নিত করেছিল, যেহেতু প্রেরিতদূত পলের শিক্ষা অনুসারে খ্রিষ্টমণ্ডলী বিশ্বাস করে যে, সাক্রামেন্ত সম্পাদনে স্বয়ং খ্রিষ্টই সেই সাক্রামেন্ত সম্পাদন করেন; ফলত সাক্রামেন্ত যে সম্পাদন করে, সেই ব্যক্তি যতই অযোগ্য হোক না কেন, তার সম্পাদিত সাক্রামেন্ত অকার্যকর নয়, বরং তা অবশ্যই কার্যকর যেহেতু খ্রিষ্ট দ্বারা সম্পাদিত।

হিপ্পোর বিশপ

সাধু আউরেলিউস আগস্তিনের

৪৬তম উপদেশ

এজেকিয়েল ৩৪:১-১৬ সংক্রান্ত

পলকগণ বিষয়ক উপদেশ

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১

সেই যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়

১। আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা খ্রিষ্টেই স্থাপিত, ও তিনি নিজেই আমাদের প্রকৃত ও পরিত্রাণদায়ী গৌরব। প্রিয়জনেরা, তোমরা যে এই কথা প্রথমেই শুনছ তা নয়, কারণ তোমরা তাঁরই মেষপালে রয়েছ যিনি সুবিবেচনার সঙ্গে ইস্রায়েলকে চরান (ক)। কিন্তু তবু, যেহেতু এমন পালকেরা রয়েছেন, যাঁরা পালক নামটা শুনতে চান কিন্তু পালকের কর্তব্য পালন করতে চান না, সেজন্য নবী [এজেকিয়েল] দ্বারা তাঁদের কাছে কী বলা হয় (আর আমরা তা এইমাত্র পাঠে শুনেছি) (খ), তার পর্যালোচনা করি। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন, আমরা সকম্পেই শুনব।

বিশপগণ ও খ্রিষ্টভক্তগণ

২। *প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও, ও ইস্রায়েলের সেই পালকদের বল …* (ক); এ পাঠ

এইমাত্র পাঠ করে শোনানো হয়েছে, ও আমরা সবাই তা শুনেছি, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি পবিত্রজন এই তোমাদের সঙ্গে এবিষয়ে সহভাগিতা করব। আমরা নিজেদের কথা না বললে, তবে ঈশ্বর নিজেই সহায়তা করবেন যাতে সত্য কথা বলি, কেননা যদি নিজেদের কথা বলতাম, তাহলে এমন পালক হতাম যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়; কিন্তু আমরা যা বলি তা যদি তাঁরই, তাহলে যেকোন একজনের মধ্য দিয়েও তিনি নিজে তোমাদের চরাবেন।

প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্, যারা শুধু নিজেদেরই চরায়। এ কি বরং উচিত নয় যে, পালকেরা মেষগুলি চরাবে? (খ)। অর্থাৎ কিনা, নিজেদের নয়, মেষগুলোই চরানো পালকদের কর্তব্য। এ হল সেই পালকদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, তারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়। যারা নিজেদের চরায়, তারা কারা? তারাই, যাদের বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *ওরা সকলে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থ নিয়ে নয়* (গ)।

এখন, এই আমরা, প্রভু যাদের নিজেদের পুণ্যকর্মের ফলে নয়, তাঁর আপন প্রসন্নতায় এই এমন স্থানেই নিযুক্ত করেছেন যা বিষয়ে কড়া জবাবদিহি করতে হবে, এই আমাদের পক্ষে দু'টো বিষয় সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা উচিত: প্রথমত, আমরা খ্রিষ্টিয়ান; দ্বিতীয়ত, আমরা অধ্যক্ষ। আমরা যে খ্রিষ্টিয়ান, তা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়; আমরা যে অধ্যক্ষ, তা তোমাদের লক্ষ করে। খ্রিষ্টিয়ান হওয়ায় আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণই লক্ষ্য; অধ্যক্ষ হওয়ায় কেবল তোমাদের কল্যাণই লক্ষ্য।

আর বহু খ্রিষ্টভক্ত রয়েছে বটে, যারা অধ্যক্ষ না হয়েও সম্ভবত সহজতর পথে চলে, ও তাদের দায়িত্ব যত লঘুভার তত দ্রুত পদক্ষেপে ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছে। কিন্তু আমরা খ্রিষ্টিয়ান হওয়া ছাড়া (যার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জবাবদিহি করতে হবে), তাছাড়া আমরা অধ্যক্ষও হওয়ায় আমাদের সেবাকর্ম বিষয়েও জবাবদিহি করতে হবে।

এই অসুবিধা সমাধান করার জন্য আমার নিবেদন যেন তোমরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা সেই দিন আসবে যে-দিনে সমস্ত কিছু বিচারে আনা হবে (ঘ)। আর সেই দিনটা যদিও জগতের শেষদিন হিসাবে

যথেষ্ট দূরে রয়েছে, অপরদিকে প্রত্যেক মানুষের জন্য তার জীবনের শেষদিন হিসাবে সেই দিনটা কাছাকাছি। তথাপি ঈশ্বর এমনটি চাইলেন, দিন দু'টো অজানা থাকবে: কবে আসবে জগতের অন্তও অজানা, কবেই বা হবে প্রত্যেক মানুষের জীবনের অন্তও অজানা। তুমি কি সেই অজানা দিনটা ভয় না করতে চাও? তবে দিনটা যখন আসবে তখন যেন তোমাকে প্রস্তুত পায়। তাই যখন অধ্যক্ষরা এজন্যই নিযুক্ত যেন তাদেরই দেখাশুনা করে যাদের উপর তারা নিজেরা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত যাতে করে তারা যা কিছুতে অধ্যক্ষ ভূমিকা অনুশীলন করে তাতে যেন কোন কিছুতেই নিজেদের স্বার্থ অন্বেষণ না করে বরং তাদেরই কল্যাণ অন্বেষণ করে যাদের দেখাশুনা করার কথা, তখন অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে যে কেউ যাতে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত তাতে সুখভোগ করে বা নিজের সম্মানের অন্বেষণ করে বা কেবল নিজের সুবিধা লক্ষ করে নয়, সেই অধ্যক্ষ মেষগুলোকে নয়, নিজেকেই চরায়। তেমন পরিস্থিতিকেই এই উপদেশ লক্ষ্য করে।

তাই তোমরা ঈশ্বরের মেষগুলো বলে শোন, এবং দেখ ঈশ্বর তোমাদের কেমন নিরাপদে রাখছেন; যেই হোন সেই ব্যক্তি যিনি তোমাদের উপর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত, অর্থাৎ, আমরা যাই হই না কেন, ইস্রায়েলকে চরান যিনি, তিনি তোমাদের নিরাপদে রাখেন। কেননা যখন ঈশ্বর নিজের মেষগুলিকে একা ফেলে রাখেন না, তখন মন্দ পালকেরাও যোগ্য শাস্তি ভোগ করবে, মেষগুলোও প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাবে।

৩। সুতরাং এসো, দেখি, কারও তোষামোদ করে না যে বাণী, সেই ঐশবাণী সেই পালকদের কী বলে যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়: *তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে জবাই কর, কিন্তু মেষগুলোকে চারণমাঠে নিয়ে যাও না। যে মেষ দুর্বল, তাকে তোমরা বলবান করনি, যেটা পীড়িত, তাকে যত্ন করনি, যেটা ক্ষতবিক্ষত, তার ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেটা পথভ্রষ্ট, তাকে ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি, যেটা বলবান, তাকে শেষ করে দিয়েছ; তাই কোনও পালক না থাকায় আমার মেষগুলো এখন বিক্ষিপ্ত* (ক)।

যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়, তাদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের পছন্দ ও তাদের অবহেলার বিষয় উত্থাপিত। তবে তারা কী পছন্দ করে? *তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর।* এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *কেইবা*

আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু তার ফল নেয় না? কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ পায় না? (খ) এতে আমরা উপলব্ধি করি যে, দুধ বলতে সেই সমস্ত কিছু বোঝায় যা ঈশ্বরের জনগণ পার্থিব খাদ্য যোগাবার লক্ষ্যে আপন অধ্যক্ষদের দান করে থাকে। উপরোক্ত বাণী দ্বারা প্রেরিতদূত ঠিক একথা ইঙ্গিত করছিলেন।

পল বিনামূল্যে সুসমাচার প্রচার করলেন

৪। যদিও প্রেরিতদূত নিজের হাতের শ্রম দ্বারাই নিজেকে ভরণপোষণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও নিজের জন্য মেষদের কাছ থেকে দুধ কখনও দাবি করেননি, তথাপি তিনি বললেন দুধ পাবার তার অধিকার ছিল, কারণ প্রভু এমন ব্যবস্থা জারি করেছিলেন যাতে যারা সুসমাচার প্রচার করে তাদের জীবিকা সুসমাচার থেকে হয়। আর এবিষয়ে প্রেরিতদূত এও বললেন যে, অন্য প্রেরিতদূতেরা নিজেদের বেলায় এ অধিকার বলবৎ করেছিলেন, কেননা তেমন অধিকার অন্যায়-গৃহীত নয়, কিন্তু বৈধ। তবু নিজের বেলায় তিনি এতদূরে গিয়েছিলেন যে, নিজের প্রাপ্য পর্যন্তও গ্রহণ করেননি। সুতরাং তিনি নিজের প্রাপ্য [মণ্ডলীগুলোতে] দান করলেন, কিন্তু অপর প্রচাকরকেরা অপ্রাপ্য কিছু দাবি করেননি; তিনি এমনি বেশি দূরে গিয়েছিলেন। এমনটি কি হতে পারে যে, যে ব্যক্তি অসুস্থকে সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে বলেছিল, *ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব* (ক), সে কি প্রেরিতদূতের এ প্রকার ব্যবহার ইঙ্গিত করছিল?

যারা মেষগুলোর কাছ থেকে দুধ দাবি করে না, তাদের বিষয়ে আর কী বলব? তারা অন্যদের চেয়ে দয়াবান, এমনকি তারা পালকীয় ভূমিকা অন্যদের চেয়ে উদারভাবে পালন করে। তারা পারে, আর যা পারে তা করে। এদের প্রশংসা হোক, কিন্তু অপর ব্যক্তিরা যেন দণ্ডিত না হয়। বস্তুতপক্ষে প্রেরিতদূতও নিজ প্রাপ্যের খোঁজে বেড়াতেন না, তবু ইচ্ছা করছিলেন, মেষগুলো দানশীল হবে, দুধের উর্বরতা না দেওয়ায় যেন অনুর্বর না হয়।

একসময়ে তিনি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ফলে বন্দি ও মহা অভাবের মধ্যে পড়লে ধর্মভাইয়েরা তাঁর অভাব ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য ব্যবস্থা করে পাঠাল। ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি উত্তরে তাদের লিখলেন: *তোমরা আমার প্রয়োজনের*

সহভাগী হওয়ায় ভালই করেছ। কেননা আমি যেই অবস্থায় থাকি না কেন, তাতে স্বনির্ভর হতে শিখেছি: অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম। তবু তোমরা আমার প্রয়োজনীয় যা-কিছু পাঠানোতে ভালই করেছ (খ)।

কিন্তু তিনি দেখাতে চাইলেন, তারা যে উত্তম কাজ করেছিল তাতে তিনি কী খোঁজ করছিলেন, যাতে যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়, তাদের মধ্যে তিনি পরিগণিত না হন; আর এজন্য তারা যে তাঁর নিজের অভাবের সহভাগী হলেন তা নিয়ে শুধু নয়, বরং তাদের উর্বর দানশীলতা নিয়েই তিনি আনন্দ করেন। তবে তিনি কী খোঁজ করছিলেন? *তোমাদের দান যে আমি খোঁজ করছি তা নয়; ফলটাই আমি প্রত্যাশা করছি* (গ); তিনি ঠিক যেন বলেন, আমার প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ে তা নয়, তোমরা বরং যেন অনুর্বর না হয়ে থাক, [এ আমার লক্ষ্য]।

৫। সুতরাং যে পালকেরা পলের মত হাতের কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন না, তাঁরা মেষগুলো থেকে দুধ গ্রহণ করুন, নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেও চেষ্টা করুন, কিন্তু তবু যেন মেষগুলোর দুর্বলতা অবহেলা না করেন। তাঁরা যেন নিজ নিজ স্বার্থের অন্বেষণ না করেন, পাছে মনে হতে পারে, আর্থিক অভাব মেটাবার জন্যই তারা সুসমাচার প্রচার করেন; বরং যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা সত্য বাণীর আলোতে মানুষকে আলোকিত করার জন্য চিন্তিত; বাস্তবিকই তাঁরা প্রদীপেরই মত, যেভাবে লেখা আছে: *তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক* (ক)।

আরও, *লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (খ)।

তাই তোমার বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হলে, তা যেন নিভে না যায় এজন্য তুমি কি তেল দেবে না? কিন্তু তেল পেয়ে প্রদীপ যদি আলো না দিত, তবে তুমি তেমন প্রদীপ দীপাধারের উপরে থাকতে যোগ্য মনে না করে দ্বিধা না করেই তা ভেঙে দিতে। ফলে জীবিকা ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজনের চিহ্ন, সাহায্য দান করা ভালবাসার

প্রমাণ। সুসমাচার ঠিক যেন এমন ব্যবসার বস্তু নয়, যার ফলে প্রচারকেরা জীবিকার জন্য যা পান তা-ই সুসমাচারের মূল্য। তাঁরা এভাবে তা বিক্রি করলে তবে অমূল্য বস্তু অল্প দামেই বিক্রি করবেন। তাঁরা জনগণের কাছ থেকে জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করুন, প্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করুন বাণীপ্রচারের ন্যায্য মজুরি। কেননা যাঁরা সুসমাচারের খাতিরে জনগণের সেবা করেন, জনগণ তাঁদের উপযুক্ত মজুরি দিতে কখনও সক্ষম হবে না। তাঁরা কেবল তাঁরই কাছ থেকে নিজ মজুরি প্রত্যাশা করেন, জনগণ যাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করে।

তবে পালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ কেন? তার কারণ, দুধ নিতে নিতে ও পশমের কাপড় পরতে পরতে তারা মেষগুলোকে অবহেলা করছিল। তারা কেবল নিজের স্বার্থের অন্বেষণ করছিল, যিশু খ্রিস্টের স্বার্থ নয়।

৬। যেহেতু ‘দুধ খাওয়া’ বচনটি ব্যাখ্যা করেছি, সেজন্য এসো, এবার ‘পশমের কাপড় পরার’ অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। যে দুধ দান করে, সে খাদ্য দান করে, যে পশম দান করে, সে সম্মান দান করে: যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়, তারা জনগণের কাছে এপ্রকার দুধ ও পশম দাবি করে, অর্থাৎ তারা এমন দাবি রাখে, যাতে জনগণ তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় ও তাদের সম্মান স্বীকার ক’রে তাদের প্রশংসাও করে।

আসলে সহজে বোঝা যায় কেমন করে পোশাক সম্মানের চিহ্ন, কেননা পোশাক উলঙ্গতা আবৃত করে। বস্তুতপক্ষে প্রতিটি মানুষ দুর্বল; যিনি তোমাদের অধ্যক্ষ, তোমরা যা তা ছাড়া তিনি কি? তিনিও মাংসধারী ও মরণশীল, তিনিও খান, ঘুমান ও জেগে ওঠেন; তাঁরও জন্ম হয়েছে ও মৃত্যু হবে। তাই তুমি যদি তাঁর প্রকৃতির দিক দিয়ে তাঁর কথা ধর, তবে তিনি মানুষমাত্র। তথাপি তুমি যখন তাঁকে সম্মান আরোপ কর, তখন তাঁর দুর্বলতার উপর একপ্রকার কাপড় টান।

প্রেরিতদূত পলের আদর্শ

৭। দেখ ঈশ্বরভক্তদের কাছ থেকে তেমন কাপড় পেয়ে পল নিজে কেমন কথা বলেন: *তোমরা আমাকে ঈশ্বরের এক দূতের মতই যেন সাদরে গ্রহণ করেছিলে। আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সম্ভব হলে তোমরা নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে আমাকে দিতে* (ক)। কিন্তু তিনি তাদের কাছ থেকে তেমন সম্মান পেলে তারা সেই সম্মান পাছে ফিরিয়ে নেয় ও তাঁর ভর্ৎসনার জন্য তাঁকে কম প্রশংসা করে, এ ভয়ে তিনি কি পথভ্রষ্টদের রেহাই দিলেন? করলে তিনিও তাদেরই একজন হতেন যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়।

তাহলে তিনি মনে মনে বলতে পারতেন, আমার কী। যে কেউ যা ইচ্ছে তাই করুক। আমার খাদ্য বাঁচল, আমার সম্মান বাঁচল: আছে দুধ, আছে পশম, তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। যে কেউ যেখানেই খুশি সেখানে যাক। কিন্তু তুমি কি সত্যি মনে কর যে, যে কেউ যেখানে ইচ্ছে গেলে তোমার পক্ষে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে? আমি তোমার পদমর্যাদার কথা না ধরে তোমাকে সাধারণ ভক্ত বলে গণ্য করে তোমাকে একথা শোনাই: *একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়* (খ)।

এজন্য যাতে মনে না হয় তিনি তাদের দেওয়া সম্মানের কথা ভুলে গেছেন, প্রেরিতদূত নিজে তাদের আচরণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বিষয়েও সাক্ষ্য দেন যে, তারা তাঁকে ঈশ্বরের এক দূতের মত গ্রহণ করেছিল ও সাধ্য থাকলে নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে তাঁকে দিত। কিন্তু তবুও তিনি অসুস্থ ও কলুষিত মেষের কাছে এগিয়ে যান ও কলুষের দিকে মায়া না দেখিয়ে ক্ষতস্থানে ছুরি ঢোকান। এজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *তবে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলায় আমি কি তোমাদের শত্রু হয়েছি?* (গ) দেখ, যেমন একটু আগে বলেছি, তিনি মেষগুলোর দুধও গ্রহণ করলেন, মেষগুলোর পশমের কাপড়ও পরলেন, তবু মেষগুলোকে অবহেলা করেননি। কেননা তিনি নিজের স্বার্থের নয়, যিশু খ্রিষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করছিলেন।

নিতান্ত অযোগ্য একটা উপদেশ

৮। তাই এমনটি যেন না হয় যে আমরা তোমাদের বলব, ‘ইচ্ছামতই জীবনযাপন কর, নিশ্চিন্ত থাক, ঈশ্বর কাউকেই হারতে দেবেন না, তোমরা শুধু খ্রিষ্টবিশ্বাস রক্ষা কর। যা তিনি বিমুক্ত করেছেন তা হারতে দেবেন না, যাদের জন্য তিনি রক্তক্ষরণ করেছেন তাদের হারতে দেবেন না। আর যদি তোমরা তোমাদের প্রাণকে যত মেলা ও প্রদর্শনীতে প্রীত করতে ইচ্ছা কর, তবে যাও। এতে মন্দ কী আছে? আর এই যে উৎসব যা গোটা শহর আমন্ত্রিতদের আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, যে ভোজসভায় অংশ নিয়ে লোকে নিজেদের মুখরিত মনে করছে কিন্তু আসলে নিজেদের হারিয়ে ফেলছে, সেখানে তোমরাও যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে তাতে যোগ দাও। মহৎ-ই ঈশ্বরের সেই দয়া যা সবকিছু দেখেও দেখে না। গোলাপফুল পচে যাওয়ার আগে তাতে নিজেদের ভূষিত কর। তোমাদের ঈশ্বরের গৃহে যখন ইচ্ছে ভোজসভার আয়োজন কর, তোমাদের সমকক্ষদের সঙ্গে তোমরাও খাদ্য ও আঙুররসে পেট ভরাও। কেননা এজন্যই এসমস্ত সৃষ্টবস্তু দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা তা ভোগ করি। কেননা এ নয় যে, ঈশ্বর পৌত্তলিকদের ও অধার্মিকদের এসব দিয়েছেন কিন্তু তা তোমাদের দেননি।’

আমরা যদি তেমন কথা বলতাম, সম্ভবত আরও বিপুল ভিড় জড় করতাম। আর যদি এমন কেউ থাকত যারা অনুভব করত, আমি যা বলি তার মধ্যে এমন ধারণা রয়েছে যা সঠিক নয়, বেশ। অল্প কয়েকনকেই মাত্র আমি অসন্তুষ্ট করতাম, কিন্তু বহুজনের মন জয় করতাম।

আমরা এভাবে ব্যবহার করলে অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা নয়, খ্রিষ্টেরও কথা নয়, বরং নিজেদেরই কথা বললে তবে আমরা সেই পালকই হতাম যারা নিজেদের চরায়, মেষগুলোকে নয়।

মন্দ পালকেরা সুস্থ মেষগুলোকে মেরে ফেলে

৯। এই পালকেরা যে কী কী ভালবাসে, একথা বলার পর নবী, তারা যা যা অবহেলা করে, তেমন কথাও বলে চলেন। বাস্তবিকই মেষগুলোর রিপু অত্যন্ত বিস্তৃত। সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট মেষ খুবই অল্প, অর্থাৎ কিনা যেগুলো সত্য খাদ্যে বলবান ও ঈশ্বরের দেওয়া

চারণমাঠে উপযুক্ত উপকার লাভ করে, সেগুলো সংখ্যায় লঘু। অথচ সেই মন্দ পালকেরা এগুলোকেও রেহাই দেয় না। তারা যে অসুস্থ, দুর্বল, পথভ্রষ্ট ও হারানো মেষগুলোর সেবাযত্ন করে না, তাও যথেষ্ট নয়। পারলে তারা তো এই বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট গুলোকেও মারে ফেলত। কিন্তু তবুও এগুলো জীবিত; হ্যাঁ, এগুলো জীবিত বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায়ই জীবিত। তথাপি তাদের দায়িত্বের কথা ধরলে মন্দ পালকেরা সেগুলোকে মেরে ফেলে। তুমি জিজ্ঞাসা করবে, তারা কেমন করে সেগুলোকে মেরে ফেলে? অসৎ জীবন যাপনে, কুদৃষ্টান্ত দানেই তারা সেগুলোকে মেরে ফেলে।

যিনি সর্বোত্তম পালকের অঙ্গগুলোর মধ্যে উত্তম, ঈশ্বরের সেই সেবকের কাছে একথা কি বৃথাই বলা হয়েছিল: *তুমি সর্ববিষয়ে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও* (ক)। তাঁর এ বাণীও স্মরণযোগ্য, *বিশ্বাসীদের সামনে আদর্শবান হও* (খ)। কেননা বলবান হয়েও মেষ তার অধ্যক্ষকে মন্দ জীবন যাপন করতে দে'খে যদি প্রভুর নিয়ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মানুষের দিকেই তাকিয়ে থাকে, তাহলে মনে মনে একথা বলতে লাগবে, 'যখন আমার অধ্যক্ষ এভাবে জীবনযাপন করেন, তখন আমি কে যে, তিনি যা করেন আমি তা করব না? এতেই পালক বলবান মেষকে মেরে ফেলে। সুতরাং সে যখন বলবান মেষকে মেরে ফেলে, তখন বাকিগুলোর প্রতি কী-না করবে? কেননা যে মেষকে সে নিজে বলবান করেনি কিন্তু বলিষ্ঠ ও সুস্থ পেয়েছিল, মন্দ জীবন যাপন করায় সে তা মেরেই ফেলেছে। আমি তোমাদের বলছি, পুনরায়ই বলছি, এমন মেষগুলো রয়েছে যেগুলো জীবিত, প্রভুর বাণীতে বলবান ও প্রভুর কাছ থেকে যা শুনেছে সেই বাণী অনুসারে চলে, তথা *তারা যা বলে তোমরা তা কর, কিন্তু নিজেরা যা করে তা করো না* (গ)। তথাপি জনগণের সামনে যে মন্দ জীবন যাপন করে, নিজের পক্ষ থেকে সে তাকেই মেরে ফেলে যে তার দিকে তাকায়। লোকটা যে আসলে মরেনি, একথা নিয়ে সে যেন নিজেকে প্রবঞ্চনা না করে। লোকটা জীবিত বটে, কিন্তু সেও নরঘাতক বটে।

একই প্রকারে লম্পট মানুষ যখন লালসার চোখে স্ত্রীলোকের দিকে তাকায়, তখন দেখ, স্ত্রীলোকটা শুচি হয়ে থাকে, সে কিন্তু ব্যভিচারী হয়ে গেছে। আসলে প্রভুর উক্তি একেবারে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য: *যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়,*

সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে (ঘ)। তার মিলনকক্ষের কাছে সে যায়নি বটে, কিন্তু মনে মনে সে সেই কক্ষে কামুকতা করল।

একই প্রকারে, যে কেউ যাদের উপর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত, তাদের সামনে মন্দ জীবন যাপন করে, সে নিজের পক্ষ থেকে বলবান সকলকেও মেরে ফেলেছে। যে তার অনুকরণ করে, সে মরে; যে তার অনুকরণ করে না, সে বাঁচে। তথাপি তার পক্ষ থেকে উভয়ই মরল। *যে মেষ হৃষ্টপুষ্ট, তাকে তোমরা বধ কর, এবং আমার মেষগুলোকে চরাও না* (ঙ)।

আসন্ন পরীক্ষা বিষয়ে ভক্তদের কাছে সতর্ক বাণী

১০। তোমরা ইতিমধ্যে শুনেছ ওরা কী ভালবাসে। এবার দেখ ওরা কী অবহেলা করে। *যে মেষ দুর্বল, তাকে তোমরা বলবান করনি, যেটা পীড়িত, তাকে যত্ন করনি, যেটা ক্ষতবিক্ষত,* অর্থাৎ যার হাড় ভগ্ন, *তার ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেটা পথভ্রষ্ট, তাকে ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি, আর যেটা বলবান, তাকে তোমরা বধ করেছ* (ক), হত্যা করেছ, জবাই করেছ। মেষ তো দুর্বল হয়, অর্থাৎ তার হৃদয় এমন দুর্বল হয় যে, পরীক্ষা অপ্রত্যাশিত ভাবে ও তার অজান্তে এসে পড়লে, পরীক্ষায় মেষের পতন হতে পারে।

অসতর্ক পালক একটি মেষ দুর্বল মনে করলেও তাকে বলে না, *বৎস, ঈশ্বরসেবায় এগিয়ে এসে ধর্মময়তা ও ভয়ে স্থিতমূল থাক, ও কঠোর পরীক্ষার জন্য প্রাণ তৈরি কর* (খ)। যে একথা বলে, সে দুর্বলকে উৎসাহ দেয় ও দুর্বলকে সবল করে, যাতে বিশ্বাস ক'রে সে এ যুগের অনুকূল বিষয়ের উপর প্রত্যাশা না রাখে। কেননা যদি তাকে এ যুগের অনুকূল বিষয়ে প্রত্যাশা রাখতে শেখানো হয়, সে সেই অনুকূলতা দ্বারাই বিকৃত হয়; প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিলেই সে আঘাতগ্রস্ত হয়, এমনকি হয়তো বিলুপ্ত হয়।

যে কেউ এভাবে নির্মাণ করে, সে তো শৈলের উপরে নির্মাণ করে না, বালুর উপরেই গাঁথে, *আর সেই শৈল স্বয়ং খ্রিস্ট* (গ)। খ্রিষ্টভক্তদের উচিত খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার অনুকরণ করা, আমোদ-প্রমোদের অন্বেষণ করা নয়। দুর্বলকে তখনই সবল করা হয়, যখন তাকে বলা হয়, তুমি এ যুগের পরীক্ষার অপেক্ষায় থাক, কিন্তু তোমার হৃদয় যদি প্রভুকে ছেড়ে

পিছিয়ে না যায়, তবে প্রভু সেই সমস্ত থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন। কেননা তিনি তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে এলেন, নিজে মরতেই এলেন, থুথুতে নিমজ্জিত হতে এলেন, কাঁটার মুকুটে পরিবৃত হতে এলেন, দুর্নাম শুনতে এলেন, এবং অবশেষে ক্রুশে বিদ্ধ হতে এলেন। এ সমস্ত কিছু তিনিই বরণ করলেন তোমার জন্য, তুমি তাঁর জন্য, এমন নয়। নিজের জন্যও তিনি তা বরণ করলেন না, কিন্তু তোমারই জন্য।

খ্রিষ্টের ক্রুশের সহভাগী ভক্তগণ

১১। কিন্তু কেমন পালকই বা তারা, যারা শ্রোতাদের দুঃখ দেওয়ার ভয়ে অবশ্যম্ভাবী পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত করে না, এমনকি ঈশ্বর এ যুগের কাছে যে সুখ প্রতিশ্রুত হননি তারা এ যুগের সেই সুখও প্রতিশ্রুত হয়? তিনি এ যুগের উপরে শেষ দিন পর্যন্ত যন্ত্রণার পর যন্ত্রণার ভবিষ্যদ্বাণী বলেন, আর তুমি কি চাও খ্রিষ্টভক্তই এ সমস্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে? খ্রিষ্টভক্ত বলেই সে এ যুগে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করবে।

প্রেরিতদূত নিজে একথা সপ্রমাণ করে বলেন, *যারা খ্রিষ্টে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে* (ক)। এখন, হে পালক, তুমি যে যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থ নয়, তোমার নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ কর, প্রসন্ন হয়ে তাঁকেই এবার একটু কথা বলতে দাও: *যারা খ্রিষ্টে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে*, অথচ তুমি বল: তুমি খ্রিষ্টে ধর্মময় জীবন যাপন করলে তোমার অশেষ মঙ্গল হবে: সন্তান না থাকলে তুমি বহু সন্তান পাবে, তাদের সকলকে লালন-পালন করবে আর তাদের কেউই মরবে না। এ কী তোমার নির্মাণকাজ? দেখ কী করছ, দেখ কোথায় গাঁথছ। তুমি তো বালুর উপরেই ভিত্তি স্থাপন করছ। বর্ষা আসবে, বন্যা হবে, বাতাস জোরে বইবে ও তোমার এ বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এতে বাড়িটা পড়ে যাবে ও তার বিনাশ বড়ই হবে। সেই মানুষকে বালুর উপর থেকে সরিয়ে নাও, শৈলের উপরেই তাকে স্থাপন কর: যাকে তুমি চাও সে খ্রিষ্টপন্থী হোক, তার ভিত খ্রিষ্টের উপরেই স্থাপিত হোক। সে খ্রিষ্টের অযোগ্য যন্ত্রণার দিকে দৃষ্টি রাখুক; তাঁরই দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখুক যিনি নিষ্পাপ হয়ে এমন ঋণ শোধ করছেন যা তাঁর নয়; সে সেই শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখুক যে শাস্ত্র তাকে বলে: *ঈশ্বর সন্তান বলে*

যাকে গ্রহণ করেন, তাকে কশাঘাত করেন (খ)। হয় সে কশাঘাত পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুক, না হয় সন্তানরূপে গৃহীত হবার জন্য চেষ্টা না করুক।

শাস্ত্রে বলে, *ঈশ্বর সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন তাকে কশাঘাত করেন* (গ); আর তুমি নাকি বলছ, তুমি হয়তো রেহাই পাবে। যে কেউ কশাঘাতের কষ্ট থেকে রেহাই পায়, সে সন্তানদের সংখ্যা থেকে বঞ্চিত। তাই—তুমি বলবে—তিনি কি সকল সন্তানকে কশাঘাত করেন? নিশ্চয়, তিনি সকল সন্তানকে কশাঘাত করেন আপন একমাত্র পুত্রকেও যেভাবে কশাঘাত করেছিলেন। সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার স্বরূপ থেকে জাত, *অবস্থায় ঈশ্বর হয়ে* (ঘ) যিনি পিতার সমতুল্য, যিনি সেই বাণী যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে, কশাঘাত পাবার মত তাঁর কিছুই ছিল না বলেই তিনি কশাঘাত-ছাড়া না থাকবার জন্য মাংস পরিধান করলেন। তাহলে যিনি আপন নিষ্পাপ একমাত্র পুত্রকে কশাঘাত করেন, তিনি কি পাপ-পূর্ণ দত্তকপুত্রকে রেহাই দেবেন? প্রেরিতদূত বলেন, আমরা দত্তকপুত্রত্বে আহূত হয়েছি (ঙ)। আমরা দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করেছি যাতে একমাত্র পুত্রের সহউত্তরাধিকারী হতে পারি ও তাঁর নিজের উত্তরাধিকারও যেন হতে পারি: *আমার কাছে যাচনা কর, জাতিসকলকে তোমাকে দেব উত্তরাধিকার রূপে* (চ)। তিনি নিজ দুঃখযন্ত্রণায় আমাদের একটা আদর্শ দিলেন।

ভীত মানুষকে উৎসাহিত করা কর্তব্য

১২। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, পাছে ভাবী পরীক্ষায় তার পতন হয়, দুর্বলকে মিথ্যা প্রত্যাশা দিয়ে প্রবঞ্চনাও করতে নেই, ভয়-আতঙ্ক দেখিয়ে তাকে ভাঙতেও নেই। তাকে বল, *কঠোর পরীক্ষার জন্য প্রাণ তৈরি কর* (ক)। আর সে হয়তো টলমল ও কম্পান্বিত হতে লাগবে, আর এগিয়ে যেতে সম্মত হবে না। কিন্তু তুমি তাকে এ বাণীও শোনাও, *ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তোমরা যা সহ্য করতে পার, তিনি তার উর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না* (খ)। ভাবী দুঃখযন্ত্রণার কথা প্রতিশ্রুত হওয়া ও প্রচার করাই দুর্বলকে সবল করা। কিন্তু অধিক অভিভূত হওয়ায় সন্ত্রাসিত এমন ব্যক্তির কাছে তুমি যখন ঈশ্বরের করুণার কথা প্রতিশ্রুত হও—এই অর্থে নয় যে, যত পরীক্ষা ঘুচে যাবে, কিন্তু এ অর্থে যে, মানুষ

যা সহ্য করতে পারে তিনি তার ঊর্ধ্বে তাকে পরীক্ষিত হতে দেন না—তখন তুমি ঠিক যেন মানুষের ভগ্ন হাড় বেঁধে দিয়েছ।

এমন মানুষ আছে, যারা অবশ্যম্ভাবী কষ্টের কথা শুনে আও বেশি অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করে ও কেমন যেন নিজেদের পানীয়ের জন্য অধিক পিপাসিত হয়। এরা তো ভক্তজনদের ঔষধ নিজেদের জন্য সামান্য বলে মনে করে, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের গৌরবের অন্বেষণ করে। আবার অন্য কেউ আছে, যারা আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী সেই পরীক্ষাগুলোরই কথা শুনে (যার আসাটা খ্রিষ্টিয়ানের কাছে একান্তই অবধারিত বিষয় ও যা কেউই অনুভব করে সেই-ই ছাড়া যে প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান হতে ইচ্ছা করে), সেই সমস্ত কিছুর আগমনে অস্থির হয়ে উঠে হোঁচট খায়।

তুমি সান্ত্বনা-বাঁধনে ক্ষত বেঁধে দাও, যা ভেঙেছে তা বেঁধে দাও। একথা বল: 'ভয় করো না, তুমি যাঁর উপরে বিশ্বাস রেখেছ, পরীক্ষার দিনে তিনি তোমাকে একা ফেলে রাখবেন না। ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তুমি যা সহ্য করতে পার, তিনি তার ঊর্ধ্বে তোমাকে *পরীক্ষিত হতে দেবেন না।* একথা তুমি আমার কাছ থেকে নয়, সেই প্রেরিতদূতেরই মুখ থেকে শুনছ যিনি এও বলছেন, *তোমরা কি একটা প্রমাণ চাও যে, খ্রিষ্ট আমার অন্তরে কথা বলেন?* (গ) তাই তুমি যখন এ বাণী শোন, তখন স্বয়ং খ্রিষ্টের কাছ থেকেই তা শোন, এবং যিনি ইস্রায়েলকে চরান, তাঁরও কাছ থেকে তা শোন। সেই ইস্রায়েলীয়দের বলা হয়েছিল, *তুমি আমাদের পান করাবে অশ্রুজল, কিন্তু সীমিত মাত্রায়* (ঘ)। বাস্তবিকই প্রেরিতদূত যা বলেন, তথা তোমরা যা সহ্য করতে পার, *তিনি তার ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না,* তা নবীও বলেছিলেন, তথা, *কিন্তু সীমিত মাত্রায়।* তুমি কেবল এতে সাবধান থাক: যিনি তোমাকে শাস্তি দেন ও উৎসাহ দান করেন, তোমাকে আতঙ্কিত করেন ও সান্ত্বনা দেন, তোমাকে আঘাত করেন ও নিরাময় করেন, তাঁকে তুমি ত্যাগ করো না।'

পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণুতা

১৩। তিনি একথা বলেন: *যে মেষ দুর্বল, তাকে তোমরা বলবান করনি* (ক)।

তিনি তাদেরই উদ্দেশ করে একথা বলেন, যারা মন্দ পালক, নকল পালক, যারা যিশু খ্রিস্টের স্বার্থ নয়, নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে, ও দুধ ও পশম ভোগ করতে ব্যস্ত হয়ে মেষগুলোকে সেবাযত্ন করে না, এবং পীড়িত মেষকে সবল করে না। এখানে দুর্বল অর্থাৎ বলহীন ও পীড়িত অর্থাৎ অসুস্থের কথা উল্লিখিত, আর যদিও দুর্বল অসুস্থও বলে অভিহিত হতে পারে, তবু আমার মতে দুর্বল ও পীড়িতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভ্রাতৃগণ, আমি যেভাবে ব্যাপারটা নির্ণয় করতে চেষ্টা করছি তা তত পরিষ্কার নয়; একটু বেশি চেষ্টা করলে হয়তো আরও সূক্ষ্মভাবে বিষয়টা নির্ণয় করতে পারতাম; আমার চেয়ে দক্ষ ও আত্মিক আলোতে আলোকিত মানুষও আরও সুন্দরভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারত। যাই হোক, শাস্ত্রের বাণীগুলো সম্পর্কে তোমরা যেন নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত না মনে কর, সেজন্য যা ভাবি তা-ই বলব। সতর্কতা দরকার, পাছে পরীক্ষা দুর্বলকে আক্রমণ করলে সে ভেঙে পড়ে। কিন্তু পীড়িতজন কোন এক দুর্মতিতে ইতিমধ্যেই ভুগছে, আর এ দুর্মতি ঈশ্বরের পথে পা দিতে ও খ্রিস্টের জোয়াল তুলে নিতে তাকে বাধা দেয়। সেই লোকদেরই দিকে মন আকর্ষণ কর, যারা সৎজীবন যাপন করার ইচ্ছা করে; তারা তো সৎজীবন যাপন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ সৎকর্ম করতে যতই প্রস্তুত, তার চেয়ে অমঙ্গল সহ্য করতে কম উপযুক্ত। কিন্তু খ্রিস্টভক্তের দৃঢ়তার বৈশিষ্ট্য সৎকর্ম করা শুধু নয়, অমঙ্গলও সহ্য করা। ফলে যারা সৎকর্ম সাধনে উদ্দীপনা দেখায় কিন্তু আসন্ন দুর্গতি সহ্য করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম, তারা দুর্বল। একই প্রকারে, যারা কোন দুর্মতির আবেগে সংসারকে ভালবেসে সৎকর্ম থেকেও বিরত থাকে, তারা পীড়িত বা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে, ও তাদের সেই পীড়নের ফলেই তারা কেমন যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ে কোন সৎকর্ম সাধন করতে অক্ষম।

আত্মায় তেমনই ছিল সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, যাকে প্রভুর কাছে ঘরের মধ্যে আনতে না পারায় যারা তাকে বহন করছিল তারা ছাদ খুলে দিয়ে তাকে নামিয়েছিল। তোমাকেও সেইভাবে করতে হবে, যদি আত্মার বেলায় এমনটি করতে চাও যাতে ছাদ খুলে দিয়ে সর্বাঙ্গে অসুস্থ, সৎকর্মে শূন্য, নিজ পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত ও নিজ দুর্মতির রোগে পীড়িত সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত আত্মাকে প্রভুর সামনে নামাতে পার। ফলে সেই আত্মা সর্বাঙ্গে অসুস্থ হলে ও তার পক্ষাঘাত যদি অন্তরেই লুক্কায়িত, তাহলে চিকিৎসকের

সামনে তাকে আনবার জন্য—চিকিৎসক অবশ্যই আছেন, তিনি লুকিয়ে আছেন, অন্তরেই রয়েছেন, আর এই তো শাস্ত্রের সেই গুপ্ত অর্থ যা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।—তাহলে, আবার বলছি, চিকিৎসকের সামনে তাকে আনবার জন্য ছাদ খুলে দাও ও পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নামিয়ে দাও, অর্থাৎ যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে, তা [প্রভুর সামনে] ব্যক্ত কর।

যারা তা করে না ও যারা তা করতে অবহেলা করে, তারা যে কি শুনবে তোমরা তা শুনেছে: *যে মেষ অসুস্থ ছিল, তাকে তোমরা বলবান করনি, আর যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষত বাঁধনি* (খ): এর অর্থ আগেও বলেছি, এ ব্যক্তি পরীক্ষার আতঙ্কে ভেঙে পড়েছিল: যা ভেঙে পড়েছে, তা সঠিক করার উপায় হল এই সান্ত্বনা বাণী: *ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তোমরা যা সহ্য করতে পার, তিনি তার ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন যাতে তোমরা তা বহন করতে পার* (গ)।

ভ্রান্তমতপন্থীকে মেষঘেরিতে ফিরিয়ে আনা দরকার

১৪। *যে মেষ পথভ্রষ্ট, তাকে তোমরা ডেকে ফিরিয়ে আননি।* ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে চলাকালে এটিই বিপদ। *যে মেষ পথভ্রষ্ট, তাকে তোমরা ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি* (ক)। এ মুহূর্তে আমরা ঠিক যেন দস্যুর হাতে ও ক্রোধোন্মত্ত নেকড়ের দাঁতে পড়ে আছি, আর আমাদের তেমন বিপদের কারণে তোমাদের অনুরোধ করছি যেন প্রার্থনা কর। তাছাড়া মেষগুলোও বাধ্য নয়। তারা হারিয়ে গেলে আমরা তাদের খোঁজে গেলে তারা নাকি নিজ ভ্রান্তি ও সর্বনাশ ঘটিয়ে বলে যে, তারা আমাদের নয়: 'তোমরা কেন আমাদের চাচ্ছ? কেন আমাদের খোঁজ করছ?' ঠিক যেন তাদের চাওয়া ও খোঁজ করার কারণ এ নয় যে, তারা পথভ্রষ্ট ও হারানো। তেমন মানুষ নাকি বলে, 'আমি ভ্রান্তি ও সর্বনাশের হাতে থাকলে তুমি আমাকে চাচ্ছ কেন? কেন আমার খোঁজ করছ?' তুমি ভ্রান্তিতে রয়েছ বলেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছি; তুমি হারানো বলেই আমি তোমাকে খুঁজতে চাচ্ছি। 'আমি এভাবেই পথভ্রষ্ট হতে চাচ্ছি, এভাবেই নিজেকে হারাতে চাচ্ছি।'

তুমি কি এভাবেই পথভ্রষ্ট হতে চাচ্ছ? এভাবেই কি নিজেকে হারাতে চাচ্ছ? কিন্তু আমি মহত্তর কারণেই তা চাচ্ছি না, এজন্য তোমাকে স্পষ্টই বলছি, সময়ে অসময়েই কথা বলতে থাকব। আমি তো প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনতে পাচ্ছি: *বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল* (খ)। কাদের কাছে সময়ে, ও কাদের কাছে অসময়ে? তাদেরই কাছে সময়মত, যারা সম্মত; তাদেরই কাছে অসময়ে, যারা অসম্মত। হ্যাঁ, আমি অসময়েও কথা বলতে প্রস্তুত, তাই সাহস করে তোমাকে বলছি: তুমি পথভ্রান্ত হতে চাচ্ছ, তুমি নিজেকে হারাতে চাচ্ছ, আচ্ছা, আমি তা চাচ্ছি না। পরিশেষে তিনিই তা চাচ্ছেন না, যিনি আমাকে আতঙ্কিত করেন। আমি তোমাদের সর্বনাশ চাইলে, শোন তিনি আমাকে কী বলবেন, শোন আমার বিরুদ্ধে তিনি কী অভিযোগ তুলবেন: *যে মেষ পথভ্রষ্ট ছিল, তাকে তোমরা ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি।* আমি কি তাঁর চেয়ে তোমাকেই ভয় করব? *আমাদের সকলকেই খ্রিষ্টের বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে হবে* (গ)। আমি তোমাকে ভয় করি না, কারণ তুমি খ্রিষ্টের বিচারমঞ্চ উল্টিয়ে দিয়ে তার বদলে দনাতুসের (ঘ) বিচারমঞ্চ স্থাপন করতে পার না।

পথভ্রষ্ট তোমাকে আমি ডাকতে থাকব, হারানো তোমাকে আমি অনুসন্ধান করতে থাকব। তুমি চাইলে বা না চাইলেও আমি তাই করব। আর তোমার খোঁজে যদিও বনের কাঁটাগাছ আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে, তবু আমি যত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঢুকব, যত ঝোপের মধ্যে অনুসন্ধান করব, আর প্রভু আমাকে যতখানি শক্তি দেবেন আমি সর্বস্থানেই ততখানি চলতে থাকব। আমি পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনব, হারানোর খোঁজে ব্যস্ত থাকব। যদি আমাকে সহ্য করে বিরক্ত হতে না চাও, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ো না, হারিয়ে যেয়ো না।

বলবান যেন ভ্রষ্ট না হয়

১৫। তুমি পথভ্রষ্ট ও হারানো হলে আমি যে দুঃখ করব, তা তো যথেষ্ট নয়; আমার ভয়, তোমাকে অবহেলা করায় আমি সবলকেও হত্যা করব। কেননা পরবর্তী বাণী শোন: *যে মেষ বলবান ছিল, তোমরা তাকে শেষ করে দিয়েছ* (ক)। আমি পথভ্রষ্ট ও

পথহারা মেষটিকে অবহেলা করলে তবে যেটা ছিল বলবান সেটাও ভ্রষ্ট হতে ও নিজেকে হারাতে আনন্দবোধ করবে।

বাহ্যিক লাভ আমি বাসনা করি বটে, কিন্তু তার চেয়ে আত্মার ক্ষতিই বেশি ভয় করি। তোমার ভুলভ্রান্তিতে আমি যদি উদাসীন থাকতাম, তাহলে যে বলবান সে মনে করতে পারে, তার ভ্রান্তমতের পথে চলাটা কিছুই না। আমি যদি তোমার খোঁজ না করতাম, তাহলে যে ব্যক্তি বলবান কিন্তু একাধারে পথহারা হবার সম্মুখীন, যখন তার চোখের সামনে জাগতিক এমন সুবিধার অবকাশ মিটমিট করবে যা তার পথ পাল্টাতে পারে, তখন এ দেখে যে, আমি পথহারা তোমার খোঁজ করি না, সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলবে, 'ঈশ্বর যখন তাদের সঙ্গে আছেন ও আমাদেরও সঙ্গে আছেন, তখন সমস্যা কি? এসমস্ত কিছু তারাই ঘটাল যারা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করল। ঈশ্বরকে সর্বস্থানেই উপাসনা করা যায়।'

আর যদি দৈবাৎ দনাতুসপন্থী কোন একজন তেমন মানুষকে বলে, 'আমার মেয়েকে তোমাকে দেব না, যদি না তুমি আমার দলে যোগ দাও', তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে ভাববার বেশ কিছু থাকবে যাতে বলতে পারে, 'যদি এদের দলে যোগ দেওয়া আদৌ মন্দ না হত, তাহলে আমাদের পালকেরা এদের বিরুদ্ধ তত কথা বলতেন না, এদের ভুলভ্রান্তির ব্যাপারেও তত কথা ব্যয় করতেন না।'

অপর দিকে আমরা যদি আপত্তি না করতাম ও চুপ করে থাকতাম, তাহলে লোকটি উল্ট কথা বলত, 'দনাতুসের দলে যোগ দিলে যদি মন্দ হত, তাহলে বিশপেরা অবশ্যই বিরুদ্ধেই কথা বলতেন, তাদের যুক্তি খণ্ডন করতেন, [সত্যে] তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তারা পথভ্রষ্ট হলে বিশপেরা তাদের ডাকতেন; তারা পথহারা হলে তাদের খোঁজ করতেন।'

তাই '*সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট যে মেষ, তোমরা তা বধ করেছ*'(খ) একথা বলার পর যখন নবী অবশেষে বলেন, *আর যে মেষ বলবান ছিল, তোমরা তা শেষ করে দিয়েছ* (গ), তখন তা আদৌ অনর্থক কথা নয়। অর্থাৎ একই কথা দু'বার বলা হয়েছে, এবং তিনি আগে যা বলেছিলেন, এ শেষ কথা সেটা থেকে উদ্গত, তথা, *যে মেষ পথভ্রষ্ট, তোমরা তা ডেকে*

ফিরিয়ে আননি; আর যেটা পথহারা ছিল, তোমরা তাকে খোঁজ করনি। আর তেমনটি করায়, *যে মেষ বলবান, তোমরা তা বধ করেছ* (ঘ)।

১৬। এখন শোন কি না ঘটে সেই মন্দ এমনকি নকল পালকদের অবহেলার ফলে: *কোন পালক না থাকায় আমার মেষগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, তারা যত বন্যজন্তুর খাদ্য হয়েছে।* যখন মেষগুলো পালকের সঙ্গে থাকে না, তখন ওৎ পেতে থাকা নেকড়ে তাদের ছিনিয়ে নেয়, গর্জন করতে করতে সিংহ তাদের কেড়ে নেয়। আসলে পালক আছে ঠিকই, কিন্তু অপকর্মাদের কাছে সেই পালক পালক নয়; তাই মেষগুলো এমন পালকদের সঙ্গে থাকে যারা পালক নয়, এমন পালক যারা নিজেদের চরায়, মেষগুলোকে নয়। তাতে মারাত্মক ভুল হয়, তথা মেষগুলো সেই বন্যজন্তুদের দিকে যায় যেগুলো তাদের নিজেদের লুটের বস্তু করবে ও তাদের মৃত্যুতে নিজেদের পেট ভরাতে লোলুপ। কেননা তেমনই সেই সকলে যারা পরের ভুলে আনন্দ পায়। তারা এমন পশু যা হত্যাকাণ্ডে নিজেদের পুষ্ট করে।

ভাল পর্বত ও মন্দ পর্বত

১৭। *আমার মেষগুলি বিক্ষিপ্ত, তারা পর্বতে পর্বতে ও যত উচ্চ উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে* (ক)। পর্বত ও উপপর্বতের বন্যজন্তুরা হলো পার্থিব আস্ফালন ও জাগতিক অহঙ্কার।

দনাতুসের অহঙ্কার উন্নতশির হলেই [ধর্ম]বিচ্ছেদের সৃষ্টি হল। পার্মেনিয়ানুস তার অনুসরণ করে তার ভ্রান্তমত দৃঢ়তর করল। প্রথমজন হলো পর্বত, দ্বিতীয়জন হলো উপপর্বত। সেই অনুসারে, যে কেউই হোক একটা ভ্রান্তমতের সাধক, সে পার্থিব আস্ফালনে স্ফীত হয়ে মেষগুলোকে শান্তি অর্থাৎ উর্বর চারণভূমি প্রতিশ্রুত হয়।

আর আসলে সময় সময় মেষগুলো সেখানে সুন্দর চারণভূমি পায় ঠিকই, কিন্তু তা ঈশ্বরের দেওয়া বৃষ্টিতেই সুন্দর চারণভূমি হয়, পর্বতের কাঠিন্যে নয়। বস্তুতপক্ষে ভ্রান্তমতপন্থীদেরও রয়েছে শাস্ত্র, রয়েছে সাক্রামেন্তগুলো, কিন্তু এগুলো পর্বতগুলো থেকে উদ্গত নয়, এবং যদিও সেগুলো পর্বতে পর্বতে পাওয়া যায়, তবু পর্বতে থাকাই

অমঙ্গলকর। কেননা পর্বতে পর্বতে ও যত উচ্চ উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়ানোতে সেই মেষগুলো পালকে ত্যাগ করে, ঐক্য ত্যাগ করে, সেই বাহিনীকেও ত্যাগ করে যারা নেকড়ে ও সিংহের বিরুদ্ধ অস্ত্রসজ্জিত। তাই স্বয়ং ঈশ্বর তেমন স্থান থেকে তাদের ডেকে ফিরিয়ে আনুন, স্বয়ং তিনিই ডেকে ফিরিয়ে আনুন।

এবার তোমরা শুনবে কিভাবে তিনি তাদের ফিরিয়ে ডাকেন। তিনি বলেন, *আমার মেষগুলি পর্বতে পর্বতে ও যত উচ্চ উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে* [খ], অর্থাৎ তারা পার্থিব অহঙ্কারের যত আস্ফালনে বেড়াচ্ছে।

আসলে মঙ্গলকর পর্বতও রয়েছে: *আমি চোখ তুলেছি সেই পর্বতমালার দিকে যা থেকে আমার সাহায্য আসবে* [গ]। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ কর যে, তোমার জন্য যে আশা তা পর্বতগুলোতে থাকে না, তথা, *আমার সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি* [ঘ]। যেহেতু তুমি বল, *তোমার সাহায্য* পর্বতমালা থেকে নয়, *সেই প্রভু থেকেই আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি*, সেজন্য এমনটি মনে করো না যে তুমি পবিত্র পর্বতগুলোতে অবমাননা আরোপ করছ। কেননা পর্বতমালা নিজেই তোমার কাছে কথাটা চিৎকার করে শোনাচ্ছে।

এক পর্বতই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, *আমি শুনতে পাচ্ছি যে তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দিচ্ছে, এবং তোমরা নাকি এক একজন বলে থাক, আমি পলের, আমি আপল্লোসের, আমি কেফাসের, আমি খ্রিষ্টের।* তুমি এই পর্বতের দিকে চোখ তুলে তাঁর কথা শোন, পাছে তুমি পর্বতে না থেকে যাও। শোন তাঁর পরবর্তী বাণী, *পলই কি তোমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে?* তাই, যেখান থেকে সাহায্য তোমার কাছে আসে, সেই পর্বতমালার দিকে তথা সেই ঐশশাস্ত্রের রচয়িতাদের দিকে চোখ তোলার পর লক্ষ কর কিভাবে তাঁরা কেমন যেন অস্থিমজ্জাসহ চিৎকার করে বলেন, *কেইবা তোমার মত, প্রভু?* [ঙ]

তেমনিভাবে, পর্বতগুলোতে অবমাননা আরোপ করার ব্যাপারে ভয় না পেয়ে তুমি বলতে পারবে, *আমাদের সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।* তুমি এভাবে ব্যবহার করলে তবে পর্বতমালা তোমার উপর ক্রুদ্ধ হবে না শুধু নয়, বরং এর জন্য তোমাকে ভালবাসবে ও তোমার সপক্ষে দাঁড়াবে। অপরদিকে তুমি

পর্বতমালায় আশা রাখলে পর্বতগুলো মনে কষ্ট পাবে। একদা এক স্বর্গদূত একজনকে ঈশ্বরের অগণন ও চমৎকার কর্মকীর্তি দেখালে সেইজন তাঁকে আরাধনা করতে যাচ্ছিলেন অর্থাৎ সেইজন কেমন যেন পর্বতের দিকে চোখ তুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দূত নিজ থেকে প্রভুরই দিকে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, *এমনটি করো না; তাঁকেই আরাধনা কর, কেননা আমি তোমার ও তোমার ভাইদের সহদাস* [চ]।

বহুবিধ ভ্রান্তমত ও মণ্ডলীর ঐক্য

১৮। *আমার মেষগুলি পর্বতে পর্বতে ও যত উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে* [ক]। 'সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত' এর অর্থ কী? এর অর্থ হল: পার্থিব সমস্ত বিষয়ের অনুসরণ ক'রে তারা পৃথিবীর বুকে যা কিছু উজ্জ্বল তা-ই ভালবাসে, তাতেই আসক্ত হয়। তাদের জীবন যেন খ্রিস্টে নিহিত থাকে, এর জন্য যে মৃত্যুভোগ করা প্রয়োজন, তারা এতে সম্মত নয়। হ্যাঁ, তারা 'সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত,' কারণ পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত; আবার এ কারণে যে, পথভ্রষ্ট মেষগুলো পৃথিবী জুড়েই রয়েছে।

ভ্রান্তমতপন্থীরা যে সকলেই পৃথিবীর সর্বস্থানে রয়েছে তা নয়, কিন্তু তবুও তারা পৃথিবীর সর্বস্থানে রয়েছে। এখানে কয়েকজন, সেখানে অন্য কয়েকজন, কিন্তু এমন স্থান নেই যেখানে তারা নেই; এমনটিও হয় যে তারা নিজেরা একে অন্যকে চেনে না। উদাহরণযোগে, এক দল আফ্রিকায়, আর একটা ভ্রান্তমত প্রাচ্যদেশে, আবার আর একটা ভ্রান্তমত মিশরে বা মেসোপতামিয়ায়। তারা তো বিভিন্ন স্থানে রয়েছে, গর্ব হল তাদের সকলের অনন্য মাতা, যেমন আমাদের কাথলিক মণ্ডলী হল সারা বিশ্বে বিস্তৃত সকল বিশ্বস্ত খ্রিষ্টিয়ানদের অনন্য মাতা। ফলত, গর্ব বিচ্ছেদ জন্মায় ও ভালবাসা ঐক্য জন্মায়—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তথাপি কাথলিক মাতা মণ্ডলী, ও তার মধ্যে পালক নিজেই সর্বত্রই পথভ্রষ্টদের খোঁজ করেন, দুর্বলদের অন্তরে শক্তি যোগান, পীড়িতদের চিকিৎসা করেন, বিক্ষতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দেন—কাউকে এক স্থান থেকে, কাউকে অন্য স্থান থেকে গ্রহণ করেন, ও

তারা নিজেদের কাছে অপরিচিত; কিন্তু তবুও মণ্ডলী তাদের সকলকে জানে, কারণ সে সকলের সঙ্গেই একীভূত।

উদাহরণযোগে, দনাতুসের দল আফ্রিকায় রয়েছে, কিন্তু এউনমিয়পন্থীরা আফ্রিকায় নেই; তাই এই আফ্রিকায় কথলিক মণ্ডলী দনাতুসের দলের সঙ্গে উপস্থিত। এউনমিয়পন্থীরা প্রাচ্যেই রয়েছে, কিন্তু সেখানে দনাতুসের দল নেই; তাই প্রাচ্যে কথলিক মণ্ডলী এউনমিয়পন্থীদের সঙ্গে উপস্থিত।

কেননা এই মণ্ডলী এমন এক আঙুরলতার মত যা বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে; ওরা কিন্তু এমন অকেজো শাখার মত যা অনুর্বর হওয়ায় কৃষকের ছুরি আঙুরলতা ছাটাই করার লক্ষ্যেই কেটে দিয়েছে, আঙুরলতা উচ্ছিন্ন করার জন্য নয়। ফলে, সেই শাখাগুলো যেখানে ছাঁটাই করা হয়েছিল, সেইখানে রয়ে গেছে, কিন্তু আঙুরলতা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সেই শাখাগুলোকেও জানে যেগুলো তার সঙ্গে এখনও সংযুক্ত, আবার সেগুলোকেও জানে যেগুলো ছাঁটাই করা হলে পর তার কাছাকাছি পড়ে থাকছে।

অবস্থাটা তেমনটি হলে মণ্ডলী পথভ্রষ্টদের ডাকতে থাকে, কারণ এ কাটা ডালের বিষয়েও প্রেরিতদূত বলেন: *সেগুলোকে পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে* (খ)। সুতরাং পাল থেকে পথভ্রষ্ট মেষগুলোর কথা বলা হোক, বা আঙুরলতা থেকে ছাঁটাই করা শাখাগুলোর কথা বলা হোক, মেষগুলোকে ডেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বা কাটা ডালগুলোকে আবার লাগানোর ব্যাপারে ঈশ্বর কম উপযুক্ত নন, কারণ তিনিই সর্বোত্তম মেষপালক, তিনিই সত্যকার কৃষক।

আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, আর তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে বা তাদের ডেকে ফিরিয়ে আনবে এমন কেউই ছিল না (গ); সেই মন্দ পালকদের মধ্যেই *কেউই ছিল না; তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে এমন কেউই*, অর্থাৎ কোন মানুষই, *ছিল না*।

প্রভুর শপথ

১৯। *সুতরাং, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন: আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি* (ক)। লক্ষ কর তিনি কোথা থেকে শুরু করেন। এ যেন ঈশ্বরের শপথেরই মত, তিনি তাঁর নিজের জীবনকেই সাক্ষীরূপে দাঁড় করান: *আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি।*

পালকেরা মারা গেল, কিন্তু মেষগুলো নিরাপদ; জীবনময় প্রভু আছেন। কিন্তু কোন্ কোন্ পালক মারা গেল? যারা যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থের নয়, নিজেদেরই স্বার্থের অন্বেষণ করছিল, তারা। তাহলে কি এমন পালক থাকবে, এমন পালক পাওয়া যাবে, যারা নিজেদের স্বার্থের নয়, যিশু খ্রিষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করবে? হ্যাঁ, অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই পাওয়া যাবে—এখনও তেমন পালকদের অভাব নেই, পরেও তেমন পালকদের অভাব থাকবে না।

অতএব এসো, দেখি নিজের জীবনের দিব্যি দিয়ে শপথ করার পর প্রভু কী বলেন। দেখি, যদি তিনি এমনটি বলেন যে, মন্দ পালকদের হাত থেকে মেষগুলোকে কেড়ে নেবেন, নাকি মেষগুলোকে তিনি সেই ভাল পালকদেরই হাতে ন্যস্ত করবেন যারা নিজেদের নয়, মেষগুলোকেই চরাবেন। *আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি—যেহেতু কোন [প্রকৃত] পালক না থাকায় আমার মেষগুলো যত বন্যজন্তুর খাদ্য হয়েছে* [সেজন্য প্রতিশোধ নেব] (খ)। যেভাবে পূর্বে সেভাবে এখনও তিনি পুনরায় পালকের কথা তুলে ধরেন। তিনি তো বলেন না, 'কোন পালকেরা না থাকায়', কেননা যে মেষগুলো ভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের সর্বনাশের দিকে চলছে, সেই মেষগুলোর পালক থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তারা পালকবিহীন, ঠিক যেভাবে আলো থাকা সত্ত্বেও অন্ধদের পক্ষে কোন আলো নেই। *পালকেরা আমার মেষগুলোকে খোঁজ করেনি; পালকেরা নিজেদেরই চরিয়েছে, তারা আমার মেষগুলোকে চরায়নি* (গ)।

পালক ও প্রহরী

২০। *সেজন্য, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন* (ক)। তিনি কোন্ কোন্ পালকদের বলেন 'শোন'? প্রভু *ঈশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে। তাদের হাত*

থেকে আমার মেষগুলো ফেরত চাইব [খ]। শোন, হে ঈশ্বরের মেষগুলো, এবং শুনে শেখো। ঈশ্বর মন্দ পালকদের কাছে তাঁর নিজের মেষগুলোর বিষয়ে জবাবদিহি চাইবেন এবং মেষগুলো যে তাদের কারণে মারা গেল, তার বিষয়েও জবাবদিহি চাইবেন। কেননা একই নবীর আর এক পদে প্রভু এই কথা বলেন, *‘হে আদমসন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক কর। যখন আমি পাপীকে বলি, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি তার পথের বিষয়ে সেই অধার্মিককে সতর্ক করার জন্য যদি কিছু না বল, তবে সেই অপরাধী নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব। কিন্তু তুমি সেই অপরাধীকে তার পথ থেকে ফিরবার জন্য তার পথের বিষয়ে সাবধান বাণীর মত কিছু শোনালে যদি সে তার পথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে’* [গ]।

ভ্রাতৃগণ, এর অর্থ কী? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ চুপ করে থাকা যে কত বিপজ্জনক ব্যাপার? সেই ব্যক্তি মরে, এমনকি সে নিজেই নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী: নিজের অধার্মিকতা ও নিজের পাপকর্মের কারণেই মরে, তার অবহেলাই তাকে মেরে ফেলে, কেননা তার উচিত ছিল সেই জীবনময় পালককে খুঁজে বের করা যিনি বলেন, *‘আমার জীবনেরই দিব্যি, প্রভুর উক্তি।’* কিন্তু যেহেতু সে অবহেলা করে বসে থাকল, আর যেহেতু ঠিক সতর্ক বাণী দেবার জন্য দায়ী প্রহরীরূপে নিযুক্ত হয়েছিল যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি তাকে কোন সতর্ক বাণী বলেনি, সেজন্য সে নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে মরবে, এবং অপর একজন নিজের দণ্ডের জন্য দায়ী হয়ে দণ্ডিত হবে।

তিনি বলে চলেন, কিন্তু যে অধার্মিককে আমি খড়্গের হুমকি দিয়েছি তাকে তুমি যদি বল, তুমি মরবেই মরবে, তাহলে সে যদি নিজের উপরে আসন্ন খড়্গ এড়াবার জন্য অবহেলা করে এবং খড়্গ এসে পৌঁছে তাকে সংহার করে, তাহলে সে নিজের পাপের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে [ঘ]। অতএব, আমাদের পক্ষে চুপ করে না থাকাই কর্তব্য; কিন্তু যদিও আমরা চুপ করে থাকতাম তবু তোমাদের পক্ষে [ভাল] পালকের সেই বাণী শোনাই কর্তব্য যা পবিত্র শাস্ত্র ধ্বনিত করে।

ভ্রান্তমতপন্থী পালকের কাছ থেকে চাওয়া কড়া কৈফিয়ত

২১। সুতরাং, আমাদের উদ্দেশ্য অনুসারে, এসো, একটু দেখি যদি ঈশ্বর মেষগুলোকে মন্দ পালকদের হাত থেকে নিয়ে নেন ও ভাল পালকদের হাতে তাদের রাখেন কিনা।

তিনি যে সেগুলোকে মন্দ পালকদের হাত থেকে নিয়ে নেন, তা আমি দেখতে পাচ্ছি; কেননা তিনি বলেন, *দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে। আমি তাদের হাত থেকে আমার মেষগুলোকে ফেরত চাইব ও তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেব যেন তারা আমার মেষগুলোকে আর না চরায়; তাতে তারা আর নিজেদের চরাবে না* [ক]। কেননা আমি যদিও বলি, তারা আমার মেষগুলো চরাক, তবু তারা নিজেদেরই চরায়, আমার মেষগুলোকে নয়। তাই *আমি মেষগুলোকে সরিয়ে নেব তারা যেন আমার মেষগুলোকে আর না চরায়।*

তিনি কিভাবে মেষগুলোকে সরিয়ে নেবেন তারা যেন তাঁর মেষগুলোকে আর না চরায়? ‘*তারা যা বলে তোমরা তা কর, কিন্তু নিজেরা যা করে তা করো না*’[খ]। অর্থাৎ তিনি কেমন যেন বলেন, ‘তারা আমার বাণী বলে কিন্তু নিজেদেরই কর্ম সাধন করে।’

তিনি যদি বলতেন, ‘তারা যা করে, তোমরা নিশ্চিন্তে তা কর, কারণ তাদের কুব্যবহারের জন্য আমি তাদের দণ্ডিত করব, কিন্তু তোমাদের ক্ষমা করব যেহেতু তোমরা তোমাদের অধ্যক্ষদের অনুসরণ করেছ।’ তিনি তেমন কথা বললে তবে তিনি সেই মন্দ পালকদের ভয় দেখাতেন যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন, যে অন্ধ চালনা করে সে শুধু নয়, যে অন্ধ পিছনে চলে, সেও যেন ভয় পায়। বাস্তবিকই তিনি এমনটি বলেন না যে, যে চালনা করে সে গর্তে পড়বে কিন্তু যে পিছনে চলে সে পড়বে না; বরং তিনি বলেন, *যদি অন্ধ অন্ধকে চালনা করে, দু’জনেই গর্তে পড়বে* [গ]।

এজন্য তিনি মেষগুলোকে সতর্ক বাণী দিয়ে বলেন, ‘*তারা যা বলে তোমরা তা কর, কিন্তু নিজেরা যা করে তা করো না*’[ঘ]; কেননা মন্দ পালকেরা যা করে তোমরা তা না করায় তারা আসলে আর তোমাদের চরায় না; কিন্তু তারা যা বলে তোমরা যখন তা কর, তখন আমিই তোমাদের চরাই। কেননা তারা যা বলে কিন্তু করে না, তা আমারই।

কেউ না কেউ নাকি বলে, 'আমরা নিরাপদ, কারণ আমাদের বিশপদের অনুসরণ করি।' এ ধরনের কথা ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রায়ই বলে যখন তারা যুক্তিতর্কে সত্যের উজ্জ্বলতম প্রমাণে পরাভূত হয়। হ্যাঁ, তারা তখন বলে, 'আমরা মেষপাল, আমাদের পালকেরাই আমাদের বিষয়ে কৈফিয়ত দেবে।' তোমাদের মৃত্যুর বিষয়ে তাদের অবশ্যই কড়া কৈফিয়ত দিতে হবে, কারণ মন্দ পালককে মন্দ মেষগুলোর বিষয়ে কড়া কৈফিয়ত দিতে হবে। নাকি সেই মেষ সত্যিই বাঁচবে যার চামড়া চিহ্নিত? পালককে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যেহেতু পথহারা মেষকে অবহেলা করেছে যার ফলে কবলিত হবার জন্য মেষটি নেকড়ের মুখে ছুটে গেল। মেষের চিহ্নিত চামড়া দেখানোতে সেই পালকের কী লাভ হবে? বাড়ির কর্তা মেষটির প্রাণ দাবি করছে, কিন্তু দেখ, মন্দ পালক একটা চামড়া তুলে ধরছে। সে সেই চামড়ার বিষয়ে কৈফিয়ত দিক। হয়তো সে কি মিথ্যাকথা বলবে? পরে বিচার করেন যিনি, তিনি আগ থেকেই ঊর্ধ্ব থেকে দেখছিলেন। যাঁর কাছে মন্দ পালক যা তা বলে, তিনি বাস্তব ঘটনা গণনা করেন, তিনি চিন্তা-ভাবনা তলিয়ে দেখেন। তাই সেই মন্দ পালক মেরে ফেলা মেষের চামড়ার বিষয়ে কৈফিয়ত দিক। কি জানি, সে হয়তো বলবে, 'আমি মেষের কাছে আপনার বাণী চিৎকার করে শুনিয়েছিলাম, কিন্তু সে শুনতে রাজি হয়নি; মেষটি যেন পাল থেকে দূরে না সরে যায়, তার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে বাধ্য হয়নি।'

তেমন কথা বলে যদি পালকের কথা সত্যিই সত্য (তিনি তো জানেন পালক সত্যকথা বলেন কিনা), তাহলে মন্দ মেষের ব্যাপারে পালক ভাল কৈফিয়ত দেয়। কিন্তু তলিয়ে দেখে যদি ঈশ্বর জানেন যে পথহারা মেষকে খোঁজ না করায় পালক পথভ্রষ্ট মেষের বিষয়ে অবহেলা করেছে, তাহলে সেটার চামড়া খুঁজে পেয়ে তা ফিরিয়ে আনায় তার কি লাভ? উচিত ছিল, সে মেষকেই ফিরিয়ে আনবে, মৃতের চামড়া দেখাবে তা নয়।

আর পথহারা মেষকে খোঁজ না করায় অবহেলা করেছে যে-জন, যখন তার কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়, তখন যে-জন মেষকে পথভ্রষ্ট করেছে সে কি ধরনের কৈফিয়ত দেবে? আমি বলতে চাই, যখন কাথলিক মণ্ডলীতে বিশপকে কড়া কৈফিয়ত দিতে হবে প্রত্যেকটি মেষের বিষয়ে যা ঈশ্বরের পাল থেকে দূরে থাকাকালে তিনি খোঁজ

করেননি, তখন কেমন কৈফিয়ত দেবে সেই ভ্রান্তমতপন্থী যে মেষগুলোকে ভ্রান্তমত থেকে ডেকে ফিরিয়ে আনেনি শুধু নয়, মেষগুলোকে ভ্রান্তমতে ঠেলে দিল?

তারা যা বলে তোমরা তা কর, নিজেরা যা করে তা করো না

২২। উপরে যেমন বলেছিলাম, এসো, এবার দেখি কেমন করে ঈশ্বর মন্দ পালকদের হাত থেকে নিজের মেষগুলোকে ডেকে ফিরিয়ে আনেন।

কথাটা উপরে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, ‘*তারা যা বলে তোমরা তা কর, কিন্তু নিজেরা যা করে তা করো না*’[ক]। আসলে তারাই যে তোমাদের চরায় এমন নয়, ঈশ্বরই চরান; কেননা সেই পালকেরা যদি দুধ ও পশমের অধিকারী হতে ইচ্ছা করে তাহলে ইচ্ছা করুক বা না করুক তাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা দরকার। যারা মঙ্গল প্রচার করে কিন্তু অপকর্ম সাধন করে, তাদের কাছে প্রেরিতদূত বলেন, তুমি প্রচার কর ‘*চুরি করতে নেই*’ *অথচ নিজে চুরি কর* [খ]।

তাতে তুমি প্রচারকের মুখে শোন ‘তুমি চুরি করবে না’, কিন্তু চোরকে অনুকরণ করবে না। তুমি চোরকে অনুকরণ করতে ইচ্ছা করলে সে তার নিজের অপকর্ম দ্বারা তোমাকে চরাবে, তোমাকে বিষ খাওয়াবে, খাদ্য নয়। তুমি বরং তার কাছ থেকে তা-ই শোন যা সে নিজের ব’লে নয়, ঈশ্বরেরই ব’লে প্রচার করে।

একথা সত্য যে, কেউই কাঁটাগাছ থেকে আঙুরফল সংগ্রহ করতে পারে না; কথাটা আসলে স্বয়ং প্রভুরই একটা বাণী, তথা, *কেউই কাঁটাগাছ থেকে আঙুরফল বা শেয়ালকাঁটা থেকে ডুমুরফল সংগ্রহ করে না* [গ], কিন্তু এজন্য তুমি তো প্রভুর বিরুদ্ধে বলতে পার না, ‘প্রভু, তুমি আমাকে দিশেহারা করছ, কারণ আমাকে বলছ যে কাঁটাগাছ থেকে আঙুরফল সংগ্রহ করতে পারি না; কিন্তু সাথে সাথে আবার কোন না কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে বল, *তারা যা বলে তোমরা তা কর, কিন্তু নিজেরা যা করে তা করো না*’[ঘ]। কেননা অপকর্ম সাধন করায় এরা তো কাঁটাগাছ। তাই তুমি কেমন করে দাবি কর আমি তেমন কাঁটাগাছ থেকে [তোমার] বাণী সংগ্রহ করব?

প্রভু উত্তরে বলবেন, ‘সেই আঙুরফল কাঁটাগাছ থেকে উৎপন্ন নয়; বরং এ যেমন লতার একটা শাখা যা বাড়তে বাড়তে একটা ঝোপের মধ্যে ঢোকে। আঙুরফল

কাঁটাঝোপে ঝোলে ঠিকই, কিন্তু কাঁটাগাছের শিকড় থেকে উৎপন্ন নয়। তোমার ক্ষুধা পেলে ও খাদ্য পাবার জন্য অন্য উপায় না থাকলে তবে কাঁটাঝোপের দিকে হাত বাড়াও, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে হাত বাড়াও পাছে কাঁটাগুলো তোমাকে বিদীর্ণ করে; অর্থাৎ তুমি অপকর্মাদের অপকর্ম অনুকরণ করার বিষয়ে সতর্ক থাক। তাই, তুমি সেই আঙুরফল সংগ্রহ কর যা কাঁটাঝোপে ঝুললেও আঙুরলতা থেকেই যার জন্ম। তোমার কাছে আসবে গুচ্ছের পুষ্টি, কাঁটাগুলোর জন্য সংরক্ষিত থাকবে আগুনের জ্বালা।

খ্রিষ্টের মেষগুলো তাঁর কণ্ঠ শোনে

২৩। তিনি বলেন, *আমি আমার মেষগুলোকে তাদের মুখ ও তাদের হাত থেকে উদ্ধার করব; তাতে মেষগুলো আর কখনও তাদের খাদ্যের বস্তু হবে না* (ক)। একথা একটা সামসঙ্গীতেও ধ্বনিত, তথা, *যারা অপকর্মের সাধক, আমার জনগণকে গ্রাস করে যেমন রুটি গ্রাস করে খায়, তারা সকলে কি বুঝবে না?* (খ) এখানেও একই কথা ধ্বনিত, *[মেষগুলো] আর কখনও তাদের খাদ্যের বস্তু হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি নিজে…* (গ)। আমি মন্দ পালকদের হাত থেকে আমার মেষগুলোকে সরিয়ে নিয়েছিলাম যখন—উপরে যেমন বলেছিলাম—তাদের সতর্ক করেছিলাম যেন তাদের কাজের মত কাজ না করে, অর্থাৎ, মন্দ পালকেরা যে অপকর্ম করে, মেষগুলো যেন অসতর্ক ভাবে বা অবহেলার ফলে নিজেরাই সেই অপকর্ম না করে।

তিনি আর কী বলেন? ওদের হাত থেকে যা সরিয়ে নিলেন তা তিনি কার হাতে তুলে দিলেন? হয়তো কি ভাল পালকদের হাতে? না, তিনি পরবর্তীতে তেমন কথা বলেন না।

তবে, ভ্রাতৃগণ, কী বলব? এমনটি কি হতে পারে যে, ভাল পালক বলতে কেউই নেই? শাস্ত্রের অন্য এক পদ কি একথা বলে না যে, *আমি তাদের আমার মনের মত পালকদের দেব, আর তারা সুবুদ্ধিতে তাদের চরাবে* (ঘ)। সুতরাং কীভাবেই বা তিনি মন্দ পালকদের হাত থেকে মেষগুলোকে সরিয়ে নিয়ে সেগুলোকে ভাল পালকদের হাতে তুলে না দিয়ে বরং কেমন যেন কোথাও আর কোন ভাল পালক নেই তিনি বলেন, আমি নিজে [তাদের] চরাব।

তিনিই তো পিতরকে বলেছিলেন, *আমার মেষগুলো চরাও* (ঙ)। তবে কী করব? যখন মেষগুলোকে পিতরের হাতে ন্যস্ত করা হয়, তখন প্রভু তো বলেন না, 'আমিই আমার মেষগুলো চরাব, তুমি নয়।' বরং তিনি বলেন, *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলো চরাও* (চ)। এমনটি কি হতে পারে যে, যেহেতু আপাতত পিতরকে পাওয়া সম্ভব নয় (তিনি তো প্রেরিতদূতগণের ও সাক্ষ্যমরদের অনন্ত বিশ্রামে বিরাজমান), সেহেতু আর এমন কেউই নেই কি যাকে প্রভু ভরসার সঙ্গে বলতে পারেন, *আমার মেষগুলো চরাও*, যার ফলে মেষগুলোকে ন্যস্ত করার জন্য কাউকে না পেয়ে ও মেষগুলোকেও একা ফেলে রাখতে ইচ্ছা না করে তাঁকে নিজেকেই কেমন যেন বাধ্য হয়ে নামতে হবে ও মেষগুলোকে চরাতে হবে। আসলে ঠিক তা-ই মনে হচ্ছে বাক্যটির অর্থ, *দেখ, আমি নিজে*... (ছ)। ঠিক আমাদের মত যখন একটু আগে সবাই মিলে বলেছিলাম, *হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন; তুমি তো যোসেফকে মেষপালের মতই চালনা কর* (জ): যোসেফ বলতে সেই জনগণকে বোঝায় যাদের মিশরে গঠন করা হয়েছিল; কেননা যোসেফ হলেন বিজাতীয়দের মাঝে বিস্তৃত স্বয়ং ইস্রায়েল-জনগণ। কেননা তোমরা তো জান যে, যোসেফ মিশরে আশ্রয় নিয়েছিলেন যেখানে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বিক্রি করেছিল (ঝ)। ইহুদীরাও খ্রিষ্টকে বিক্রি করেছিল, তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে প্রেরিতদূতদের মধ্যে সেই যুদাও বিক্রেতা ছিল। তাই যখন খ্রিষ্ট বিজাতীয়দের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করলেন ও তাদের মধ্যে সম্মানের পাত্র হলেন, তখন সেই বিজাতীয়দের মধ্যে তাঁর আপন জনগণ বৃদ্ধি পেতে লাগল, এমন এক জনগণ যাদের পালক তাদের কখনও একা ফেলে রাখেন না। সেই জনগণ বলে, *জাগাও তোমার পরাক্রম, আমাদের ত্রাণ করতে এসো* (ঞ)। আর তিনি তা স্পষ্টভাবেই করছেন ও করতে থাকবেন। হ্যাঁ, তিনি বলেন, *দেখ, আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে খোঁজ করব ও তাদের দেখতে আসব যেইভাবে পালক নিজের মেষপালকে দেখতে আসে* (ট)। মন্দ পালকেরা মেষগুলোর যত্ন নেয়নি যেহেতু নিজের রক্ত দ্বারা তাদের বিমুক্ত করেনি।

তিনি বলে চলেন, *পালক যেমন নিজের মেষপালকে দেখতে আসে সেই দিনে;* কোন দিনে? *মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে* (ঠ) অর্থাৎ যে দিনে বৃষ্টি ও কুয়াশা পড়ে, সেই দিনে [তিনি পালকে দেখতে আসবেন]। বৃষ্টি ও কুয়াশা হলো এযুগের ভ্রান্তমত, কেননা

মানব-দুর্মতি থেকে বড় কালিমা ভেসে ওঠে ও ঘন কুয়াশা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে; এবং তেমন কুয়াশার মধ্যে মেষগুলো যে পথহারা হবে না তা স্বাভাবিক নয়। তথাপি পালক তাদের একা ফেলে রাখেন না। তিনি তাদের খোঁজ করেন, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কুয়াশা ভেদ করে, মেঘের কালিমাতেও তিনি আটকে পড়েন না। তিনি দেখেন, ও সর্বত্র থেকে পথভ্রষ্টকে ডেকে ফিরিয়ে আনেন যাতে সুসমাচারে যা লেখা রয়েছে তা পূর্ণতা লাভ করে, তথা, *যে মেষগুলো আমার নিজের, তারা আমার কণ্ঠ শোনে ও আমাকে অনুসরণ করে* [ঙ]। *বিক্ষিপ্ত মেষগুলোর মধ্যে আমি এইভাবে আমার মেষগুলোকে খোঁজ করব; মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব* [চ]। যখন তাদের খুঁজে বের করা কঠিন হবে, তখন আমি নিজে তাদের খুঁজে পাব। কুয়াশা ঘন হোক ও মেঘ গাঢ় হোক, তাঁর চোখে লুক্কায়িত বলতে কিছুই নেই।

শাস্ত্রের রচয়িতাগণই ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত

২৪। *আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের বের করে আনব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব; আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব, এবং ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তাদের চরাব* [ক]। তিনি ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত তথা ঐশশাস্ত্রের রচয়িতাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন: তোমরা যেন ভরসাভরে চরতে পার, সেখানেই চরে বেড়াও। সেখানে যা কিছু শুনতে পাবে, তা রুচিকর খাদ্য বলে উপভোগ কর; কিন্তু তার বাইরে যা কিছু আছে, তা উগরে দাও। কুয়াশার মধ্যে পথভ্রষ্ট হয়ো না, পালকেরই কণ্ঠ শোন। পবিত্র শাস্ত্রের পাহাড়পর্বতে সম্মিলিত হও; এইখানে তো তোমাদের হৃদয়ের সুখ, এইখানে তো বিষাক্ত কিছু নেই, বিপজ্জনক কিছু নেই; শাস্ত্রের বাণীই উর্বর চারণভূমি। শুধু একটা কথা, সুস্থ অবস্থায়ই এখানে এসো, যাতে সুস্থভাবে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতে চরে বেড়াতে পার।

জলস্রোতের ধারে ও পৃথিবীর যত লোকালয়ে ... [খ]। উপরোক্ত পাহাড়পর্বত থেকেই তখন সুসমাচারের বাণীপ্রচারের জলস্রোত নির্গত হল, যখন *সারা পৃথিবী জুড়ে*

তাঁদের কণ্ঠ পরিব্যাপ্ত হল (গ), ও পৃথিবীর যত লোকালয় মেষগুলোকে চরাবার জন্য আনন্দময় ও উর্বর হয়ে উঠল।

আমি সেরা চারণমাঠে ও ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর তাদের চরাব; সেইখানে হবে তাদের ঘেরি (ঘ); অর্থাৎ সেইখানে তারা বিশ্রাম করবে, সেইখানে বলবে, 'এখন ভালই আছি,' সেইখানে বলবে, 'সত্যি ও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রবঞ্চিত হইনি।' তারা তাদের নিজেদের ঘেরিতেই যেন ঈশ্বরের গৌরবে বিশ্রাম করবে। *তারা নিদ্রা যাবে*, অর্থাৎ তারা বিশ্রাম করবে, ও উত্তম ও *আনন্দময় স্থানে বিশ্রাম করবে* (ঙ)।

২৫। *তারা ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে চরে বেড়াবে* (ক)। আমি ইস্রায়েলের পর্বতমালার কথা আগেও বলেছি, সেই যে ভাল পর্বতমালা যার দিকে আমরা চোখ তুলি যাতে সেখান থেকে আমাদের সাহায্য আসে (খ)। কিন্তু আমাদের *সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি* (গ)।

এজন্য আমাদের প্রত্যাশা যেন কেবল ভাল পর্বতমালায় স্থাপিত না থাকে, তিনি 'আমি আমার মেষগুলোকে ইস্রায়েলের পর্বতমালার উপরে চরাব' একথার পর পরেই বলে চলেন, *আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে চরাব* (ঘ), যাতে তুমি সেই পর্বতমালায় থেকে না যাও। যে পর্বতমালা থেকে তোমার সাহায্য আসবে, সেই পর্বতমালার দিকে চোখ তোল, কিন্তু তাঁর এ কথাও ভাল মত শোন, *আমি নিজেই তাদের চরাব*। হ্যাঁ, তোমার সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

২৬। *এবং আমি নিজেই তাদের বিশ্রাম দেব—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি* (ক)। তাদের বিশ্রাম দেবার জন্য তিনি সর্বপ্রথমে কোন্ কথা ভাবেন? যা তিনি সর্বপ্রথমে ভাবেন, তা এ পরবর্তী পদে বলেন, *প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন, যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনব, যেটার হাড় ভগ্ন তাকে বেঁধে দেব, যেটা মরণাপন্ন তাকে উজ্জীবিত করব, যেটা হৃষ্টপুষ্ট ও যেটা বলবান তাদের প্রতিপালন করব* (খ)।

এসব এমন কিছু যা সেই মন্দ পালকেরা করত না যারা নিজেদের চরাত, মেষগুলোকে নয়। প্রভু তো বলেন না, 'আমি এমন অন্য ভাল পালকদের নিযুক্ত করব

যারা এসব কিছু করবে’, তিনি বরং বলেন, ‘আমি নিজেই এসবই করব, আমার মেষগুলোকে অন্য কারও হাতে ন্যস্ত করব না।’ ভাই, তোমরা নিরাপদ আছ; হে মেষ, তোমরাও নিরাপদ। আমাদের বেলায়, মনে হচ্ছে, ভয় করা উচিত পাছে ভাল পালক-বিহীন হয়ে পড়ি।

খ্রিষ্ট যাদের বিমুক্ত করেছেন তাদের ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান

২৭। আর তাঁর শেষ কথা এ: *আমি ন্যায়বিচার-নীতিতে তাদের চরাব* (ক)।

লক্ষ কর কেমন করে কেবল তিনিই চরান যেহেতু ন্যায়বিচার-নীতিতেই চরান। বস্তুতপক্ষে কোন্ মানুষ মানুষের বিষয়ে বিচার করতে পারে? অপদার্থ বিচারে জগৎও পরিপূর্ণ। যার উপর আমাদের আর কোন আশা নেই, সে হঠাৎ মনপরিবর্তন করে উত্তম হয়ে ওঠে; যার উপর অনেক প্রত্যাশা রাখছিলাম, সে সহসা সরে গিয়ে নিকৃষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের ভয়ও নিশ্চিত নয়, আমাদের ভালবাসাও নিশ্চিত নয়।

এক ব্যক্তি আজ যে কী, সে নিজে তা কোন রকমেই মাত্র জানে। তথাপি সে আজ যে কী, তা কোন প্রকারে জানলেও তবু কাল সে কী হবে, তা সে আদৌ জানে না। সুতরাং কেবল তিনিই প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রাপ্য বিতরণ ক’রে ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান: একজনকে এক জিনিস, অন্যকে অন্য জিনিস, এক একজনকে তার প্রাপ্য অনুসারে: এটা বা সেটা। কেননা তিনি জানেন কী করছেন। বিচারিত হয়ে তিনি যাদের মুক্তি সাধন করেছেন, তাদের ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান। অতএব কেবল তিনিই ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান।

প্রবঞ্চক দিয়াবলকে দণ্ড

২৮। নবী যেরেমিয়ার পুস্তকে লেখা আছে, *একটা তিতিরপাখি চিৎকার করেছে; সে যাদের জন্ম দেয়নি তাদের সম্মিলিত করেছে আর এভাবে বিচারবিহীন নীতিতে ধন জমিয়েছে* (ক)। এই যে তিতিরপাখি বিচারবিহীন নীতিতে ধন জমায়, তার বিপরীতে ঐশপালক ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান। সেই পাখির বিষয়ে কেন বলা হয় ‘বিচারবিহীন নীতিতে’? কারণ সে যাকে জন্ম দেয়নি তা সম্মিলিত করেছে। এই পালকের বিষয়ে কেন

বলা হয় 'ন্যায়বিচার-নীতিতে'? কারণ যাকে জন্ম দিয়েছে তাকে চরায়। বাস্তবিকই আমরা ভাল পালকেরই কথা বলছি। ভাল পালক যারা, তারা হয় কোথাও নেই, না হয় লুকিয়ে থাকে। তারা না থাকলে তবে আমাদের করার কিছু আছে কি? তারা লুকিয়ে থাকলে তবে তাদের বিষয়ে চুপ করে থাকব কেন? যাই হোক, আমাদের আগে কোন না কোন প্রাচীন শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা উপরোল্লিখিত পাখিতে সেই দিয়াবলকেই দেখেছেন, কেননা সেও যাদের জন্ম দেয়নি তাদের সম্মিলিত করে। আসলে দিয়াবল স্রষ্টা নয়, সে বরং এমন প্রবঞ্চক যে বিচারবিহীন নীতিতে ধন জমায়। কেননা একজন একদিকে পথভ্রষ্ট হয় আর একজন আর এক দিকে ভ্রষ্ট হয়, তাতে তার কিছুই আসে যায় না; সে চায়, ভুলভ্রান্তি যেটাই হোক, সবাই পথভ্রষ্ট হোক। নানা ভ্রান্তমত, সবগুলো ভিন্ন, নানা ভুল, সবগুলো ভিন্ন। আর দিয়াবল চায় মানুষ এসবগুলোতে ভ্রষ্ট হোক (খ)।

দিয়াবল তো বলে না, 'দনাতুসপন্থীরা হোক কিন্তু আরিউসপন্থীরা যেন না থাকে।' এরা থাকুক বা ওরাই থাকুক, তার একমাত্র লক্ষ্য হলো বিচারবিহীন নীতিতে সম্মিলিত করা। সে আরও বলে, 'ওমুক প্রতিমা পূজা করুক, সে তো আমারই; তমুক ইহুদীদের কুসংস্কার মেনে চলুক, সে তো আমারই; তমুক এ ভ্রান্তমত বা সেই ভ্রান্তমত আকড়িয়ে ধরুক, আচ্ছা, ঐক্য ত্যাগ ক'রে সেও তো আমারই।' এই যে সেই তারা যারা বিচারবিহীন নীতিতে ধন জমায়।

কিন্তু পদের বাকি অংশ কী বলে? *তার আয়ুর মধ্যভাগে [সেই ধন] তাকে ছেড়ে যাবে, আর শেষকালে সে মূর্খ হয়ে দাঁড়াবে* (গ)। কেননা সর্বত্র থেকে নিজের মেষগুলোকে সম্মিলিত করার জন্য প্রভু আসবেন; আর সেই অপর একজন *তার আয়ুর মধ্যভাগে* (অর্থাৎ সে যা আশা করছিল ও যা ভাবছিল তার আগেই) দেখবে, সে পরিত্যক্ত, *আর শেষকালে সে মূর্খ হয়ে দাঁড়াবে।* প্রথমকালে কেন সে ছিল প্রজ্ঞাবান আর শেষকালে মূর্খ হয়ে দাঁড়াবে?

শোন, ভ্রাতৃগণ। শাস্ত্রে প্রজ্ঞাকে সময় সময় চতুরতা বলে, বিশেষভাবে যখন একটা শব্দ বিকৃত অর্থে বা অনুপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়; উদাহরণযোগে বলা হয়, *প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি?* (ঘ)

তাই এই যে তিতিরপাখি তথা নাগদানব বা সাপ একপ্রকারে প্রজ্ঞাবান ছিল যখন হবার মধ্য দিয়ে আদমকে প্রবঞ্চিত করেছিল [ঙ]। সেসময় তাকে সত্যবাদী মনে করা হয়েছিল, সুমন্ত্রণাদাতা বলে গণ্য করা হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের যায়গায় তাকেই বিশ্বাস করা হয়েছিল। এসমস্ত কিছু আমাদের শাস্ত্রে (জগতের লেখকদের কাছে প্রজ্ঞা বলতে যে কি বোঝায়, তা তো আমাদের বিষয়বস্তুর বাইরে) যে শব্দের বিকৃত অর্থে ও নেতিবাচক ব্যবহারে প্রায়ই 'প্রজ্ঞা' বলে উপস্থাপিত, তা একই পুস্তকে প্রমাণিত, তথা, *সমস্ত বন্যজন্তুর মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান* [চ]। হ্যাঁ, সে-ই সমস্ত বন্যজন্তুর মধ্যে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান ও প্রবঞ্চনা ক্ষেত্রে বেশি চিকন বুদ্ধির অধিকারী ও চতুর বলে পরিগণিত। তারপরে কিন্তু তাকে আর বিশ্বাস করা হয় না, ও তাকে বলা হয়, 'আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি; তুমি যে একবার অচেতন এই আমাদের প্রবঞ্চনা করেছিলে, তা যথেষ্ট' আর এভাবে সে শেষকালে মূর্খ হয়ে দাঁড়াবে ও তার ছল-চাতুরি প্রকাশিত হবে, এর ফলে সেই ছল-চাতুরি আর ছল-চাতুরি হবে না। শেষকালে সে-ই মূর্খ হয়ে দাঁড়াবে যে তা-ই সম্মিলিত করেছিল যাদের নিজে জন্ম দেয়নি ও বিচারবিহীন নীতিতে ধন জমিয়েছিল। তার বিপরীতে আমাদের মুক্তিসাধক ন্যায়বিচার-নীতিতেই আমাদের চরান।

ভ্রান্তমতপন্থীদের ছল-চাতুরি

২৯। এই যে একজন ভ্রান্তমতপন্থী। দিয়াবলের ভাই না হলেও তবু অবশ্যই তার সহযোগী ও তার ছেলে। একেও আমি তিতিরপাখি অর্থাৎ দ্বন্দ্বপ্রিয় পশু বলতাম।

কেননা, শিকারীরা যেমনটি ভালই জানে, এ পশুকে তার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার প্রবণতার জন্যই ধরা হয়। তেমনিভাবে ভ্রান্তমতপন্থীরা সত্যের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, এমনকি ঐক্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার সময় থেকেই তারা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলছে।

আপাতত ওরা বলে, 'দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে আমাদের কোন ইচ্ছা নেই।' কিন্তু তা-ই বলে যেহেতু ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। ওদের তো আর কোন অবকাশ নেই যাতে বলতে পারে, 'দ্বন্দ্ব করার আমার ইচ্ছা নেই।'

হে ধরা পড়া ভ্রান্তমতপন্থী, একসময়, ধর্মবিচ্ছেদের শুরুতে, তুমি অবশ্যই তাদেরই একজন ছিলে যারা ‘হস্তান্তরকারীদের’ ভর্ৎসনা করতে, নিরপরাধীদের নিন্দা করতে, সম্রাটের বিচার দাবি করতে, বিশপদের বিচার মানতে না, পরাজিত হয়ে বারবার আপীল করতে ও স্বয়ং সম্রাটের বিচারমঞ্চে কায়মনোবাক্যে তর্কাতর্কি করতে (ক)। তুমি তাদেরই সম্মিলিত করতে চাচ্ছিলে যাদের জন্ম দাওনি। কোথায় তোমার দম্ভ, তোমার বাগাড়ম্বর, তোমার টিটকারি?

এটি প্রকাশ্য যে, এই শেষকালে তুমি মূর্খ হয়ে দাঁড়াচ্ছ, বিচার না থাকলেও ভয় পাচ্ছ। কেননা তোমার ভুল বা সত্য সম্পর্কে তুমি কোন ন্যায়বিচার চাইছ না। তোমার বিপরীতে খ্রিষ্ট *ন্যায়বিচার-নীতিতেই চরান* (খ), তিনি নির্ণয় করেন কোন্ মেষগুলো তাঁর আপন ও কোন্ গুলো তাঁর আপন নয়। তিনি বলেন: *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠ শোনে ও আমার অনুসরণ করে* (গ)।

ভাল পালকদের কখনও অভাব হবে না

৩০। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, যারা ভাল পালক, তারা সকলে সেই অনন্য পালকের মধ্যে রয়েছে। বাস্তবিকই ভাল পালকদের অভাব নেই, তারা কিন্তু অনন্য এক পালকের মধ্যে রয়েছে। বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অন্যেরা অনেকে; এখানে কেবল একজনেরই কথা প্রচার করা হয় কারণ ঐক্যের কথা সমর্থন করা হচ্ছে। আর কেবল এ কারণেই এখানে বহু পালকদের কথা উত্থাপিত নয়, কিন্তু একজনমাত্র পালকেরই কথা উপস্থাপিত,—প্রভু যার হাতে মেষগুলো ন্যস্ত করবেন এমন কাউকে পান না, এজন্য নয়। আসলে তিনি একসময়ে মেষগুলোকে ন্যস্ত করেছিলেন, এর কারণ, তিনি পিতরকে পেয়েছিলেন; এমনকি সেই পিতরে তিনি ঐক্যের গুরুত্ব স্পষ্টই করেছিলেন। প্রেরিতদূত অনেকে ছিলেন, কিন্তু কেবল একজনকেই বলা হল, *আমার মেষগুলো চরাও* (ক)। ঈশ্বর করুন, আজও যেন ভাল পালকের অভাব না হয়। ঈশ্বর করুন, আমাদেরই যেন ভাল পালকদের অভাব না হয়। ঈশ্বর করুন, তাঁর দয়া গুণে তিনি যেন ভাল পালকদের নিত্যই জাগরণ ঘটান ও [মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে] তাঁদের নিযুক্ত করেন।

অবশ্য, যদি ভাল মেষ থাকে, তবে ভাল পালকও থাকবে, কেননা ভাল মেষগুলো থেকেই ভাল পালকদের উদ্ভব হয়। তবু সেই সকল ভাল পালক এক পালকের মধ্যেই রয়েছে, তারা এক। তারা চরায়, খ্রিষ্টই চরান। আসলে বরের বন্ধুরা নিজেদের কণ্ঠ ধ্বনিত করে না, কিন্তু বরের কণ্ঠের জন্য তারা আনন্দে মেতে ওঠে। সুতরাং তারা চরালে তিনি নিজেই চরান; এবং তিনি একথা বলেন, আমিই চরাই, কেননা তাদের মধ্যেই তাঁর নিজের কণ্ঠ, তাদের মধ্যেই তাঁর নিজের ভালবাসা।

যখন তিনি মেষগুলোকে সেই পিতরের হাতে ন্যস্ত করছিলেন, তখন একজন যেরূপে মেষগুলোকে অন্য একজনের হাতে ন্যস্ত করে, সেরূপেই তিনি ব্যবহার করছিলেন; তথাপি তিনি পিতরকে নিজের সঙ্গে এক করতে চাচ্ছিলেন; এবং তিনি মেষগুলোকে তাঁর হাতে এমনভাবে ন্যস্ত করতে চাচ্ছিলেন, যাতে তিনি নিজেই মাথা হন ও পিতর দেহের তথা মণ্ডলীর প্রতীক বহন করেন, এবং যেভাবে বর ও কনে, উভয়ও যেন সেইভাবে একমাংসে দু'জন হয়।

অবশেষে, যেন না মনে হয় যে তিনি নিজের মেষগুলোকে পিতরের হাতে কেমন যেন অপরিচিতই একজনের হাতে ন্যস্ত করছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁকে আগে কী বলেন? *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি। তৃতীয়বারের মত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি* [খ]। তিনি ভালবাসা সুদৃঢ় করেন যাতে ঐক্যই মজবুত করতে পারেন। সুতরাং এই পালকদের মধ্যে অনন্য পালক রূপে তিনি চরান, আর এরা সকলে ঐক্যে রয়েছে।

এভাবে [এই পদে] পালকেরা উল্লিখিত না হলেও তবু তাদের বিষয় উল্লিখিত। পালকেরা গর্ব করে বটে, কিন্তু *যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক* [গ]। এই তো খ্রিষ্টকে চরানো, এই তো খ্রিষ্টের জন্য চরানো, এই তো খ্রিষ্টের মধ্যে চরানো, খ্রিষ্টের জন্য ছাড়া নিজের জন্য না চরানো। তাই যখন নবীর ভাববাণী দ্বারা ঈশ্বর বললেন, *আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে চরাব* [ঘ] কারণ আমার এমন কেউ নেই যার হাতে মেষগুলোকে ন্যস্ত করব, তখন তিনি এমন প্রতিকূল কালের কথা ইঙ্গিত করতে

চাচ্ছিলেন না, যে কালে পালকদের অভাব দেখা দেবে; কেননা স্বয়ং পিতরের সময়ে যখন অন্য প্রেরিতদূতেরাও এ জগতে জীবিত ছিলেন, তখনও সেই অনন্য তিনি, যাঁরই মধ্যে সবাই এক, বলেছিলেন, *আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক* (ঙ)।

অতএব সকল পালক সেই একটিমাত্র পালকে স্থিত থাকুক, ও সেই পালকের একটামাত্র কণ্ঠ ধ্বনিত করুক; মেষগুলো সেই একটামাত্র কণ্ঠ শুনুক ও কেবল এক পালকেরই অনুসরণ করুক—অমুক তমুক পালকের নয়, সেই একটিমাত্র পালকেরই অনুসরণ করুক। আর সবাই তাঁর মধ্যে একটামাত্র কণ্ঠ ধ্বনিত করুক, তাদের যেন নানা কণ্ঠ না থাকে। *ভাই, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে যেন এককণ্ঠ হও, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে* (চ)। সমস্ত বিচ্ছেদ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সমস্ত ভ্রান্তমত থেকে বিশুদ্ধ এমন কণ্ঠই মেষগুলো শুনুক, ও তাদের সেই পালকের অনুসরণ করুক যিনি বলেন: *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠ শোনে ও আমার অনুসরণ করে* (ছ)।

কাথলিকরা দনাতুসপন্থীদের সমাবেশ থেকে বিচ্যুত

৩১। হে ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি কি এ বুঝতে চাও না যে, তুমি পালকের কণ্ঠের অভাবী, ও কত না বিপজ্জনকই সেই মেষগুলোর অবস্থা যারা তোমার অনুসরণ করে? কেননা মেষের চামড়া গায় দিয়ে তুমি কিন্তু অভ্যন্তরে লোলুপ নেকড়ে। সেই মেষগুলো তোমার কণ্ঠ শুনুক, আমরা দেখব সেই কণ্ঠ খ্রিষ্টেরই কিনা।

পাল থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে পীড়িত মেষ মণ্ডলীকে খোঁজ করছে। সে খোঁজ করছে কোথায়ই বা তাকে যোগ দিতে হবে, কোথায়ই বা তাকে ঢুকতে হবে। কণ্ঠ শোনাও, আর আমরা তা শুনে বুঝব সেটা খ্রিষ্টের কণ্ঠ কিনা। শুনে আমরা বুঝব সেটা মেষশাবকেরই কণ্ঠ নাকি তিতিরপাখির কণ্ঠ। ঈশ্বরের মেষ নিজের পালকে খোঁজ করছে।

ধর, একটা মেষ প্রাচ্যদেশ থেকে এই আফ্রিকায় এসেছে; নিজের পালকে খোঁজ করতে করতে তোমার ও তোমার সদর গির্জার দেখা পেয়ে ঢুকতে চায়। তার অপরিচিত

চেহারা দেখে তুমি বা তোমার কোন সেবাকর্মী দিশেহারা হচ্ছ। পায়ে দাঁড়িয়ে বা বসে সে দরজায় সেই মেষকে জিজ্ঞানাবাদ করে যে নিজের, এমনকি, ঈশ্বরেরই পালকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। মেষটি নিজের পালের মেষগুলোর মধ্যে ঢুকতে চায়, আর সে মনে করছে সেইখানে রয়েছে তার পাল; তখন তুমি জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান না পৌত্তলিক?

সে উত্তরে বলে, আমি খ্রিষ্টিয়ান, কেননা সে আসলে ঈশ্বরের একটি মেষ।

তুমি আরও জিজ্ঞাসা কর, সে দীক্ষাপ্রার্থী নাকি সাক্রামেন্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত।

সে উত্তরে বলে, আমি একজন ভক্তজন।

তখন তুমি জিজ্ঞাসা কর সে কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ, আর সে উত্তরে বলে, আমি কাথলিক।

আর তখন তুমি নাকি সেই ব্যক্তিকে বিচ্যুত কর যে ব্যক্তি খ্রিষ্টিয়ান, ভক্তজন ও কাথলিককে। তাই, যাদের তুমি [গির্জার] ভিতরে রাখ, তারা কারা?

এভাবে তাকে সত্যিই দূর করে দাও, তাকে বিচ্যুত কর; আর তোমার দ্বারা বিচ্যুত যে ব্যক্তি, সে খ্রিষ্ট দ্বারা গৃহীত হবে।

আহা, যদি এমনটি হত যে, তোমার কাছে রয়েছে যারা, তারা তোমার প্রকৃত পরিচয় পেত ও তোমার জীবনের মধ্যাহ্নে তোমাকে একা ফেলে রাখত।

গতকাল আমাদের কয়েকজন ভাই ওদের সদর গির্জায় গিয়েছিল; আর যদিও ওরা মন্দ ভাই, তথাপি ভাই তো।

হে আমার ভাইসকল, এখন লক্ষ কর সত্যের বিশ্বাস ও মিথ্যার ভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি। যখন ভিড়ের মধ্যে তোমরা ওদের কয়েকজনকে চিনতে পার, তখন তোমাদের কেমন আনন্দ। এমনটি হয় যেহেতু তোমাদের মধ্যে সেই তিনি আছেন যিনি যা পথহারা হয়েছিল তা খোঁজ করেন [ক]।

সময় সময় তোমাদের মনে এ কুমন্ত্রণা ঢোকানো হয়, 'সে তোমাদের শুনবে কিন্তু পরে তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে।'

আর তোমরা বল, 'সে শুনুক ও পরে চলে যাক।'

'সে শুনবে ও পরে টিটকারি দেবে।'

‘সে শুনুক ও টিটকারি দিক; একদিন সে বুঝবে, একদিন [সত্য] স্বীকার করবে। একদিন তার জনগণ তাকে একা ফেলে রাখবে আর সে তার নিজের বিবেক নিয়ে একা হয়ে পড়বে; সেইদিন সে নিজের ভুল প্রত্যাখ্যান করবে ও তার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে।’

অপরদিকে ওরা কেমন ব্যবহার করে?

‘তোমরা কারা?’

‘আমরা খ্রিষ্টিয়ান।’

‘না, তোমরা বরং গুপ্তচর।’

আর এরা বলে, ‘আমরা কাথলিক।’ তেমন কথা শুনে ওরা এদের মারধর করতে চেষ্টাও করল, যদিও পরে মন পাল্টিয়ে এর জন্য দুঃখবোধ করল।

আহা, যদি এমনটি হত যে, ওদের কাছে গিয়েছিল যারা, তাদের ওরা মারধর করার পর যেমন দুঃখবোধ করেছিল, তেমনি এখন ভ্রান্তমতে থাকার বিষয়েও দুঃখবোধ করত। তথাপি যাদের ওরা দূর করে দিয়েছিল, তারা ছিল খ্রিষ্টিয়ান, ভক্তজন, কাথলিক। যাদের ওরা [নিজেদের বলে] রাখল, আমি তাদের পরিচয় দিতে চাই না। যাদের ওরা দূর করে দিল, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। যাদের ওরা রাখল, তাদের পরিচয় ওরাই দিক।

৩২। তাই ওরা নিজেদের কণ্ঠ ধ্বনিত করুক। আমরা, এসো, যাচাই করে দেখি সেই কণ্ঠ খ্রিষ্টের কণ্ঠ কিনা, সেই কণ্ঠ পালকেরই সেই কণ্ঠ কিনা যা মেষগুলো অনুসরণ করে। কণ্ঠটা যে ধ্বনিত করে, সে ভাল মানুষ হোক বা মন্দ মানুষ হোক, এসো, আমরা লক্ষ করি সেই দু’জনের মধ্যে কার কণ্ঠ পালকেরই কণ্ঠ।

পীড়িত মানুষ মণ্ডলীকে খোঁজ করছে, পথভ্রান্ত মানুষ মণ্ডলীকে খোঁজ করছে; তুমি কী বল? মণ্ডলী রয়েছে দনাতুসের দলে।

আমি কিন্তু পালকেরই কণ্ঠ খোঁজ করে বেরাচ্ছি। কোন এক নবীর লেখা থেকে সেবিষয়ে আমাকে পড়ে শোনাও, কোন একটা সামসঙ্গীত থেকে সেবিষয়ে আমাকে পড়ে শোনাও, বিধান থেকে সেবিষয়ে কিছুটা উল্লেখ কর, সুসমাচার থেকে সেবিষয়ে কিছুটা উল্লেখ কর, প্রেরিতদূত থেকে সেবিষয়ে কিছুটা উল্লেখ কর। সেই একই উৎস থেকে

সেবিষয়ে আমি এ উল্লেখ করব যে, মণ্ডলী সারা জগতে বিস্তৃত; এও উল্লেখ করব যে, প্রভু বলেছেন, *যে মেষগুলো আমার নিজের, তারা আমার কণ্ঠ শোনে ও আমাকে অনুসরণ করে* (ক)। কোনটাই পালকের কণ্ঠ? *যেরুশালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমার কথা সকল জাতির মধ্যে প্রচারিত হবে* (খ)। এ তো পালকের কণ্ঠ; নিজের পরিচয় জেনে নাও, এবং তুমি তাঁর মেষ হলে তবে তাঁর অনুসরণ কর।

মণ্ডলী যে সার্বজনীন তা শাস্ত্রে উল্লিখিত

৩৩। 'কিন্তু ওরা পবিত্র পুস্তকগুলো হস্তান্তর করল, আর তারা প্রতিমার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাল (ক); হ্যাঁ ওমুক তমুক ঠিক তা-ই করল।'

ওমুক তমুক নিয়ে আমার কী। তেমন কাজ যদি করে থাকে, তবে তারা পালক নয়। তুমি পালকেরই কণ্ঠ জ্ঞাত কর, যেহেতু ওদের খাতিরেই যে তুমি পালকের কণ্ঠ ঘোষণা করছ তা নয়। সুসমাচার নয়, তুমিই দোষাপোপ করছ; নবীও নয় প্রেরিতদূতও নয়, তুমিই দোষারোপ করছ; এঁদেরই কণ্ঠ যদি একজনের কথা বলে, আমি তা বিশ্বাস করি, অন্য কারও কথা আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু তুমি [এখন প্রদেশপালের] দলিলগুলো [এই বলে] উপস্থাপন করতে যাচ্ছ: 'দলিলগুলো উপস্থাপন করছি।'

আচ্ছা, আমরা তোমার দলিলে বিশ্বাস করব, তুমিও কিন্তু আমার দলিলে বিশ্বাস কর। আমি তোমার দলিলে বিশ্বাস না করলে, তুমিও আমার দলিলে বিশ্বাস করো না।

আহা, নিতান্ত মানবীয় কাগজ সরিয়ে দেওয়া হোক, দিব্য যত কণ্ঠই ধ্বনিত হোক। তুমি শাস্ত্রের একটামাত্র কণ্ঠ আমাকে শোনাও যা দনাতুসের দলের পক্ষে; বরঞ্চ শোন সেই অগণন কণ্ঠ যেগুলো বিশ্বজগৎ জুড়ে [কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষে] ধ্বনিত। কে সেগুলো গণনা করতে পারে? কে সেগুলো ফুরিয়ে দিতে পারে? যাই হোক, এসো, অল্প কয়েকটা স্মরণ করিয়ে দিই; সেই বিধানের বাণী শোন যা ঈশ্বরের প্রাথমিক নিয়ম: *তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে* (খ)। সামসঙ্গীতের কথা, *আমার কাছে যাচনা কর, জাতিসকলকে তোমাকে দেব উত্তরাধিকার রূপে, পৃথিবীর প্রান্তসীমাকে তোমার সম্পদ রূপে* (গ); *পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে,*

জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে, কারণ প্রভুরই তো রাজ-অধিকার, তিনি জাতি-বিজাতির উপর প্রভুত্ব করবেন [ঘ]; *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী* [ঙ]; *সকল রাজা তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করবেন, তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ* [চ]। কেই বা [সমস্ত পদের] একটা তালিকা দিতে পারে? বলতে গেলে, এমন কোন পৃষ্ঠাও নেই যা খ্রিষ্ট ও সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত মণ্ডলীর কথা ছাড়া অন্য কিছু ধ্বনিত করে।

অপরদিকে, আমার জন্য একটামাত্র কণ্ঠ বের করা হোক যা দনাতুসের দলের পক্ষে। আমি কি বেশি দাবি করছি?

ওরা নাকি বলে, 'সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত মণ্ডলী বিলুপ্ত হবে।'

মণ্ডলী সত্যিই কি বিলুপ্ত হবে যখন তত স্বীকারোক্তি দ্বারা তা চিরস্থায়ী বলে ভাববাণী দেওয়া হচ্ছে? [মণ্ডলী যে বিলুপ্ত হবে] সেবিষয়ে বিধানে, নবী-পুস্তকাদিতে ও সামগুলোতে একটামাত্র কণ্ঠও নেই যা পালকেরই নিজের কণ্ঠ। তাছাড়া ঈশ্বরের বাণী থেকে অর্থাৎ খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ওরা কখনও সত্যকথা বলতে পারেনি। ঐশবাণীর কণ্ঠ শোন, ঐশবাণীর স্বয়ং ওষ্ঠ থেকেই তা শোন।

৩৪। শতপতির বিশ্বাসে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কারও এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি। তাই আমি তোমাদের বলছি, অনেকে পুব ও পশ্চিম থেকে আসবে, এবং আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে বসবে* [ক]।

অনেকে পুব ও পশ্চিম থেকে আসবে: এই দেখ খ্রিষ্টের মণ্ডলী, এই দেখ খ্রিষ্টের মেষপাল। তা ভাল মত লক্ষ কর যদি [ভাল] মেষ হতে ইচ্ছা কর। কেননা তুমি সর্বত্র উপস্থিত তেমন পাল না দেখে পার না; সেই বিচারককে উত্তর দেওয়ার মতও তোমার কিছুই থাকবে না যাঁকে তুমি নিজের পালক বলে মানতে চাও না।

আবার বলছি, সেই বিচারককে তুমি এই উত্তর দিতে পারবে না, 'আমি তো জানতাম না, কিছুই দেখিনি, কিছুই শুনিনি।'

যা তুমি জানতে না, তা কি? *কিছুই এড়াতে পারে না কো তার উত্তাপ* [খ]।

যা দেখনি, তা কি? *পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ* [গ]।

যা শোননি, তা কি? *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের স্বরধ্বনি, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন* (ঘ)।

নেকড়ের কণ্ঠ নয়, পালকেরই কণ্ঠ শোনা উচিত

৩৫। তোমাদের কাছ থেকে খ্রিষ্টের কণ্ঠ, পালকেরই কণ্ঠ দাবি করা সত্যিই সমীচীন, যাতে মেষগুলো তা শুনে তা অনুসরণ করতে পারে। উত্তর দেওয়ার মত তোমরা কিছুই পাচ্ছ না এই কারণে যে, পালকের কণ্ঠ তোমাদের কাছে নেই। শোন ও অনুসরণ কর।

নেকড়ের কণ্ঠ ছাড়ো, পালকেরই কণ্ঠ অনুসরণ কর। বা কমপক্ষে পালকের কণ্ঠ শুনতে দাও।

ওরা নাকি বলে, 'শুনতে দিচ্ছি।'

তবে এসো, তা শুনি।

[ওরা বলে] 'আমরাও পালকের কণ্ঠ শুনতে দিচ্ছি।'

তবে এসো, শুনি।

তখন ওরা বলে, 'পরম গীতে কনে বরকে, মণ্ডলী খ্রিষ্টকে কথা বলে।'

আমরা পরম গীত জানি, তা তো পবিত্র গীত, প্রেম গীত, পবিত্র প্রেমের, পবিত্র ভালবাসার, পবিত্র মাধুর্যের গীত। গীত থেকে আমি পালকের কণ্ঠ, অধিক মধুময় বরের কণ্ঠ শুনতে সত্যিই ইচ্ছা করি। তা থেকে তুমি যা খুশি বের কর। এসো, শুনি।

ওরা বলে, 'কনে বরকে বলে, *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, কোথায় তুমি শুইয়ে থাক* (ক)। (তারা বলে চলে) আর তিনি উত্তরে বলেন, *মধ্যাহ্নে।*

আমি যে যে প্রমাণ তোমার কাছে উপস্থাপন করতাম, সেগুলো স্পষ্টই ছিল, এমন প্রমাণ যা ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা সমর্থন করত না, যেমন, *আমার কাছে যাচনা কর, জাতিসকলকে তোমাকে দেব উত্তরাধিকার রূপে, পৃথিবীর প্রান্তসীমাকে তোমার সম্পদ রূপে* (খ); অথবা, *পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে* (গ)।

আর তুমি পরম গীত থেকে আমার সামনে কী উপস্থাপন করছ? এমন এক পদের কথা যা সম্ভবত তুমি নিজে বোঝ না।

বাস্তবিকই সেই গীত রহস্যময়ই এক লেখা, আর সেই রহস্যগুলো সেই অল্পজনদেরই মাত্র উপলব্ধ যারা উপলব্ধি-দানের অধিকারী, সেই অল্পজনদেরই কাছে মাত্র ‘খোলা’ যারা দরজায় ঘা দিতে থাকে (ঘ)। তাই তুমি, ‘খোলা’ যে রহস্য, সেগুলোই মাত্র নাও ও ভক্তিভরে গ্রহণ কর যাতে গুপ্ত রহস্যগুলোর অর্থ পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পার। কেননা তুমি যখন প্রকাশ্য সত্য হেয়জ্ঞান কর, তখন কেমন করে গুপ্ত সত্যের অর্থে প্রবেশ করতে পারবে?

পরম গীত সংক্রান্ত দনাতুসপন্থীদের অপব্যাখ্যা

৩৬। তাই এখন, ভাই, এসো, আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরা সেই গীতের বাণী ব্যাখ্যা করি। প্রভু সহায় হোন যেন তোমরা তার প্রকৃত অর্থ প্রত্যক্ষ করতে পার।

সর্বপ্রথমে, যা সকলে এমনকি অনভিজ্ঞরাও খুব সহজে বিচার-বিবেচনা করতে পারে, তা হলো এ যে, ওরা শব্দগুলো সঠিকভাবে প্রভেদ করে না। যখন তোমরা শুনবে, তখনই এর প্রমাণ পবে।

গীতের পাঠ্য যেভাবে রচিত, তা এরূপ: কনে বরকে বলে, *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, কোথায় তুমি শুইয়ে থাক* (ক)। কনে যা বরকে বলে, মণ্ডলী যা খ্রিষ্টকে বলে, সেই বিষয়ে আমরাও সন্দেহ করি না, ওরাও সন্দেহ করে না।

তুমি কিন্তু কনের সমস্ত কথা শোন। গীতটা যে বাক্য কনেকে আরোপ করে, সেই বাক্য তুমি কেন বরকে আরোপ করতে চাও? কনে যা যা কিছু বলে, তা ব্যক্ত করা হোক; তারপরেই বর উত্তর দেবে। শোন, আমি বাক্যের যে প্রভেদ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, তার চেয়ে স্পষ্ট কিছুই তুমি পাবে না, তাতে [আপত্তি করার মত] অতিরিক্ত কিছুই পাবে না। *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, মধ্যাহ্নে কোথায় তুমি শুইয়ে থাক।*

কনে নিজেই বলে, *তোমার চারণমাঠ কোথায় ও মধ্যাহ্নে কোথায় তুমি শুইয়ে থাক।* আর এও লক্ষ কর যে, সত্যিই কনে নিজে সেই বাক্য উচ্চারণ করে, কেননা পরবর্তী বাক্য এ, *যেন আমি তোমার সখাদের পালের মধ্যে লুক্কায়িতা একজনের মত না হই* (খ)।

আমি মনে করি, বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ তোমরা সকলেই পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পার। ‘লুক্কায়িতা’ শব্দের লিঙ্গ কি? আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করছি, তা কি পুংলিঙ্গ, নাকি স্ত্রীলিঙ্গ? কনে বলে, *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি,* আমাকে বল। কনে যখন *প্রিয়জন* বলে, তখন সে একটা পুরুষকে লক্ষ করছে, বরকেই লক্ষ করছে।

একটি স্ত্রীলোক যে একটি পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে, তাও পরবর্তী বাক্যে প্রদর্শিত, *আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, মধ্যাহ্নে কোথায় তুমি শুইয়ে থাক, যেন আমি লুক্কায়িতা একজনের মত না হই।* ভাল মত সেই ‘লুক্কায়িতা’ শোন, যেন বাক্যের অর্থ উন্মুক্ত হয়: *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, মধ্যাহ্নে কোথায় তুমি শুইয়ে থাক, যেন আমি তোমার সখাদের পালের মধ্যে লুক্কায়িতা একজনের মত না হই।* এপর্যন্তই কনের কথা।

এখন যে বরের কথা শুরু হচ্ছে তা সুস্পষ্ট, *যদি-না নিজেকে জান।* নারী হয়েও সাহসের সঙ্গে নিজেকে জান। তিনি বলেন, *যদি-না নিজেকে জান।*

এবার বাকি কথাও শোন, *নারীকুলে হে সুন্দরী* [গ]। *যদি-না নিজেকে জান, নারীকুলে হে সুন্দরী, পালের পদচিহ্নে বেরিয়ে পড়, পালকদের তাঁবুগুলির মাঝে তোমার ছোট্ট ছাগদের চরাও,* কিন্তু পালকের তাঁবুতে নয়।

লক্ষ কর বর কেমন কড়া কথা বলছে। লক্ষ কর, মধুময় মানুষ হয়েও সে কেমন করে বিপদের সামনে সমস্ত মিষ্ট কথা একেবারে বর্জন করে। কনে কেমন মিষ্ট কথা বলেছিল, *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, মধ্যাহ্নে কোথায় তুমি শুইয়ে থাক।* কেননা সেই মধ্যাহ্ন আসবে যখন পালকেরা সবাই মিলে ছায়ার দিকে ছুটে যাবে, আর তখন হয়তো তোমার চারণমাঠের ও তোমার বিশ্রামের স্থান আমার কাছে অজানা থাকতে পারবে, অথচ আমি চাই তুমি তা আমাকে জানিয়ে দেবে, যাতে আমি লুক্কায়িতা একজনের মত না হই, অর্থাৎ যাতে আমি অদৃশ্য বা অপরিচিতা একজনের মত না হই। কেননা আমি দৃশ্যমান, আর এমনটি না হোক যে, আমি লুক্কায়িতা অর্থাৎ অদৃশ্যমান একজনের মত তোমার সখাদের পালের মধ্যে পড়ি।

বাস্তবিকই ভ্রান্তমতপন্থীরা সকলে খ্রিষ্টকে ছেড়ে বের হল। মন্দ পালক হয়ে গেছে যারা, খ্রিষ্ট-নাম ধরে নিজস্বই পালের অধিকারী যারা, তারা সকলে এককালে তাঁর সখা ছিল, তাঁর ভোজে অংশী হয়েছিল। কেননা তাদেরই সখা বলে, যারা একই ভোজের অংশী; এবং লাতিন ভাষায় তাদের এজন্যই সখা বলে, কেমন যেন তাদের সহ-আহারকারী বলে, যেহেতু তারা একই ভোজে খাওয়া-দাওয়া করে। একটি সামসঙ্গীতে শোন কে একজন মন্দ সখাদের অর্থাৎ, একই ভোজের অংশী যারা, তাদের কেমন ভর্ৎসনা করে; সে বলে, *কোন শত্রু যদি আমাকে অপবাদ দিত, তা সহ্য করতাম। সে যদি আমার বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কথা বলত, তবে তার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতাম। কিন্তু তুমি আমার সেই বন্ধু ও আমার সেই পরমাত্মীয়, তুমি আমার সেই পথদিশারী যে আমার সঙ্গে মিষ্টি খাদ্য ভোগ করতে* [ঘ]।

আর আসলে, অনেকে প্রভুর ভোজের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে বাইরে চলে গেল; তারা নিজেদের করল তাঁর ভোজের মন্দ সখা, বেদির বিপরীতে কতগুলো বেদি নির্মাণ করল। কনে তেমন লোকদের সংস্পর্শে পড়তে পারে, এটিই বরের ভয়।

আফ্রিকায় আগত বিদেশী খ্রিষ্টভক্ত

৩৭। তুমি যদি মনে কর, মধ্যাহ্ন বলতে আফ্রিকা বোঝায়, তবে আমি তোমাকে দেখাতে পারব যে পৃথিবীর মধ্যাহ্নস্থিত দেশ বরং হলো মিশর বা রৌদ্রদগ্ধ সেই অঞ্চলগুলো যেখানে কখনও বৃষ্টি হয় না।

কেননা মধ্যাহ্নই বলে সেই স্থানগুলো যেখানে দিনমানের মাঝামাঝিতে রোদ উত্তপ্ত। কিন্তু সেখানে রয়েছে সেই মরুপ্রান্তর যা সহস্র ঈশ্বরসেবকে পরিপূর্ণ। সুতরাং, আমরা যদি স্থান হিসাবে মধ্যাহ্নের কথা ধরি, তবে কেনই বা তিনি সেখানে চরান না ও বিশ্রামও করেন না? বিশেষভাবে একারণে যে, একটা ভাববাণীতে লেখা রয়েছে, *নির্জন মরুপ্রান্তর উর্বর হয়ে উঠবে* [ক]।

যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে একমত হয়ে ধরে নিচ্ছি আফ্রিকাই মধ্যাহ্ন; তাই যখন আফ্রিকাই মধ্যাহ্ন, তখন সেইখানে রয়েছে মন্দ সখাসকল।

সমুদ্রের অন্য পারের মণ্ডলী তার কোন নাবিক আফ্রিকার দিকে চললে লোকটি যেন পথভ্রান্ত না হয়ে যায় মণ্ডলী তার জন্য চিন্তিত হয়ে নিজের বরকে ডাকে; মণ্ডলী তাঁকে বলে, 'আমি শুনতে পাচ্ছি আফ্রিকায় বহু ভ্রান্তমতপন্থী রয়েছে; শুনতে পাচ্ছি, আফ্রিকায় বহু পুনর্বাপ্তিস্মদাতা (খ) রয়েছে। কিন্তু এও শুনতে পাচ্ছি, সেখানে তোমার ভক্তরা কম নয়। আমি এটাও শুনতে পাচ্ছি, সেটাও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই সকলের মধ্যে তোমার ভক্তরা কারা, তা আমি সরাসরি তোমার কাছ থেকেই শুনতে চাই। *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, মধ্যাহ্নে কোথায় তুমি শুইয়ে থাক* (গ) অর্থাৎ আমাকে বল মধ্যাহ্নকালীন সেই অঞ্চলগুলোতে তুমি কোথায় থাক, কেননা আমি শুনতে পাচ্ছি সেখানে দু'টো দল রয়েছে, একটা দনাতুসের, অপরটা তোমার বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্তদের দল। তুমি নিজেই আমাকে বল আমাকে কোন দিকে যেতে হবে যাতে করে আমি *তোমার সখাদের পালের মধ্যে লুক্কায়িতা* (তথা অপরিচিতা) *একজনের মত না হই* (ঘ), যাতে আমি সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের পালের মধ্যে না পড়ি যারা তাদের সেই প্রাসাদে পাথরের উপরে পাথর বসালেও প্রাসাদটার ধ্বংসন অবশ্যম্ভাবী; আরও, যাতে আমি সেই পুনর্বাপ্তিস্মদাতাদের মধ্যে না পড়ি। হ্যাঁ, আমাকে বল।'

তাকে উত্তর দেন সেই তিনি যিনি পালকের ঐক্যের সমর্থনে আমাদের এই পাঠে বলেছিলেন, *আমি নিজে [আমার মেষগুলো] চরাব*; সেই তিনি যিনি সেই পালকদের ভর্ৎসনা করেন যারা বহুসংখক হবার জন্য ঐক্য বিদীর্ণ করেছিল। তাঁর উত্তর কোমল নয় বরং অত্যন্ত কড়াই হয়েছিল, এমন উত্তর যা বিপদের গুরুত্ব অনুযায়ী।

তিনি বলেন, '*যদি-না নিজেকে জান, নারীকুলে হে সুন্দরী* (ঙ)। নারীকুলে তুমি সুন্দরী, কিন্তু নিজেকে জান। কোথা থেকে নিজেকে জানবে? তুমি যদি সারা জগতে বিস্তৃতা [এতে তুমি নিজেকে জানবে]। কেননা তুমি তখনই সুন্দরী যখন তুমি ঐক্যের অধিকারী, কারণ যেখানে বিচ্ছেদ রয়েছে সেখানে সৌন্দর্য নয়, কদর্যতাই রয়েছে। *যদি-না নিজেকে জান।* তুমি আমাতে বিশ্বাস রেখেছ, তাই নিজেকে জান। তুমি কিভাবে আমাতে বিশ্বাস রেখেছ? সেইভাবে যেভাবে বিশ্বাস রেখেছিল তোমার সেই মন্দ সখারাও যারা তোমার মত মেনে নেয় যে বাণী হলেন মাংস, তিনি কুমারী থেকে জন্ম নিয়ে ক্রুশে

বিদ্ধ হওয়ার পর পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে আরোহণ করলেন। তেমন একজনে, আমাতেই, তুমি বিশ্বাস করেছিলে, আর তারাও তেমন একজনের কথা, আমারই কথা ধ্বনিত করে থাকে। সুতরাং তুমি নিজেকে ও আমাকে জান: আমাকে স্বর্গে, নিজেকে সারা পৃথিবী জুড়ে [বলে জান]।’

খ্রিষ্ট মণ্ডলীর যেকোন এক সদস্যকে উদ্দেশ করে একথা বলছেন কেমন যেন [গোটা] মণ্ডলীকে উদ্দেশ করে কথা বলছেন। কেননা মণ্ডলী কিভাবে নিজেকে খোঁজ করতে পারে?

আমি তাদের পদ্ধতি অনুসারে কথা বলব। *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল, তোমার চারণমাঠ কোথায়, কোথায় তুমি শুইয়ে থাক* (চ)। তিনি কাকে খুঁজছেন? মণ্ডলীকে খুঁজছেন। আর সেই ভ্রান্তমতপন্থী (যেভাবে ওরা পছন্দ করে সেই অনুসারে) কেমন যেন মণ্ডলীকে দেখিয়ে বলে, ‘মধ্যাহ্নে’।

সে আমাকে বুঝিয়ে দিক কিভাবে মণ্ডলী মণ্ডলীকে খোঁজ করতে পারে। *আমার প্রাণের প্রিয়জন যে তুমি, আমাকে বল।* কে কথা বলছে? মণ্ডলী। সে কি চায় তাকে বলে দেওয়া হোক? *তোমার চারণমাঠ কোথায়, কোথায় তুমি শুইয়ে থাক,* অর্থাৎ মণ্ডলী কোথায়: মণ্ডলী কথা বলছে, আর সেইসঙ্গে খোঁজ করছে মণ্ডলী কোথায়।

আর ওরা যা মনে করে, সেই অনুসারে যে উত্তর দেবে সে বলে, মধ্যাহ্নে।

আচ্ছা, ওদের অভিমত অনুসারে যদি মধ্যাহ্ন কেবল আফ্রিকায় স্থিত, তবে কেমন করে মণ্ডলী জিজ্ঞাসা করতে পারে, সে নিজে কোথায়? অথবা এমনটি হতে পারে যে, সমুদ্রের অন্য পারের মণ্ডলীই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মধ্যাহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন রাখছে যাতে ভ্রান্তমতে পতিতা না হয়। খ্রিষ্টই নিজের মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্যকে উদ্দেশ করে কথা বলছেন ঠিক যেন তিনি নিজের [গোটা] মণ্ডলীকে উদ্দেশ করে কথা বলতেন। আর তিনি কী বলছেন? *যদি-না নিজেকে জান, নারীকুলে হে সুন্দরী, বেরিয়ে পড়* (ছ)। বেরিয়ে পড়া তো ভ্রান্তমতপন্থীদেরই বৈশিষ্ট্য। তাই, হয় নিজেকে জান, না হয় বেরিয়ে পড়, কেননা যদি না নিজেকে জান, তুমি বেরিয়ে পড়বেই। বেরিয়ে পড়বে কোথায়? *পালের পদচিহ্নে* তুমি মন্দ পালের অনুসরণ করবে। এমনটি মনে করো না যে, বেরিয়ে পড়লে তুমি মেষগুলোর অনুসরণ করবে।

পদের পরবর্তী কথা শোন, *পালের পদচিহ্নে বেরিয়ে পড়, এবং মেষ নয়, তোমার ছোট্ট ছাগদেরই চরাও* (জ)। ভাই, তোমরা তো জান ছাগেরা কোথায় স্থান পাবে। মণ্ডলী থেকে বেরিয়ে পড়েছে যারা, তারা সবাই বামেই স্থান পাবে। নিষ্ঠাবান সেই পিতরকে বলা হয়, *আমার মেষগুলো চরাও* (ঝ), বেরিয়ে পড়বে যে ভ্রান্তমতপন্থী তাকে বলা হয়, *তোমার ছোট্ট ছাগদের চরাও* (ঞ)।

হাবাকুক বিষয়ে দনাতুসপন্থীদের অপব্যাখ্যা

৩৮। ওরা নাকি বলে, '[বাইবেলের] আর একটা পদ রয়েছে।' তবু এটাও তোমার প্রতিকূল হবে। যাই হোক, বল, আমরা শুনছি। এটাও তোমার প্রতিকূল হবে ঠিক সেটার মত যা তুমি তোমার অনুকূল মনে করছিলে।

ওরা বলে, 'একথা কি সত্য যে, তোমরা মধ্যাহ্ন বলতে মিশরকে বোঝ?'

আসলে 'মধ্যাহ্ন' নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমন, মিশর। আমরা সেই অনুসারে জগতের যেকোন এক স্থান, এমনকি আফ্রিকাও সেই অর্থে বুঝতে পারি। কিন্তু শোন 'মধ্যাহ্ন' বলতে আমি কি বুঝি। আমি এমন আত্মিক ভক্তি বুঝি যা ভালবাসার অগ্নিতে জ্বলন্ত, সত্যের আলোতে জাজ্বল্যমান। আসলে একটা সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *তোমার ডান হাত আমার কাছে জ্ঞাত কর, আর [তা জ্ঞাত কর] তাদেরও কাছে যাদের অন্তর প্রজ্ঞায় দক্ষ* (ক); ডান হাত-ই জ্ঞাত কর, ছোট্ট ছাগদের নয়। *আর তাদেরও কাছে যাদের অন্তর প্রজ্ঞায় দক্ষ*, এরাই প্রকৃত মধ্যাহ্ন, যার জন্য সেই নবীর লেখায় বলা হয়, *তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে* (খ)।

সুতরাং, মধ্যাহ্ন শব্দটা নানা অর্থ বহন করতে পারে। কিন্তু আমি তাতে আফ্রিকাকে, এমনকি কেবল আফ্রিকাকেই দেখতে চাই। তোমার কথা থেকে এমন কিছুটা মেনে নিচ্ছি যা, তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে না দিলে, আমি যা জানি হয়তো তার চেয়ে আরও ভাল। সুতরাং, আফ্রিকা সেই মধ্যাহ্ন হোক। কিন্তু সমুদ্রের অন্য পারের মণ্ডলী পুনর্বাপ্তিস্মদাতাদের মধ্যে পড়তে ভয় করছে, ভয় করছে সে সখাদের পালের মাঝে অপরিচিতা হয়েই পড়বে, তাই তার বরের কাছে জিজ্ঞাসা করছে তিনি যেন তাকে বলে তাঁর চারণমাঠ কোথায় ও কোথায় তিনি মধ্যাহ্নে শুইয়ে থাকেন (গ), কারণ তিনি একই

মধ্যাহ্নে কোন একটা যায়গায় চরান, অন্য কয়েকটা যায়গা চরান না; কোন একটা যায়গায় শুইয়ে থাকেন, অন্য কয়েকটা যায়গায় শুইয়ে থাকেন না। আচ্ছা, সেই আগন্তুক এ পরামর্শ গ্রহণ করুক, সে কাথলিক মণ্ডলীতে আসুক, সখাদের পালের মাঝে না পড়ুক, নিজের ছোট্ট ছাগদের যেন না চরায়। আর যা তুমি বলতে অভিপ্রেত ছিলে এখন সেই সমস্ত কিছু বল।

সে বলে, 'নবী একথা বলেন, *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন* [ঘ]; আর যেখানে আফ্রীয় রয়েছে সেখানে আফ্রিকাও রয়েছে।'

আহা কেমন সাক্ষ্য। *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন*, আবার ঈশ্বর আফ্রিকা থেকে আসবেন। এতে ভ্রান্তমতপন্থীরা সংবাদ জানাচ্ছে যে, অন্য এক খ্রিষ্ট আফ্রিকায় জন্ম নেবেন ও [সেখান থেকে[সারা জগতে যাবেন। দয়া করে, আমাকে বল, *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন* এর অর্থ কি। তোমরা যদি উত্তরে বল, ঈশ্বর আফ্রিকায় থেকে গেলেন, তাহলে তোমাদের উত্তর খুবই খারাপ। কিন্তু তোমরা তো একথা সমর্থন কর যে, ঈশ্বর আফ্রিকা থেকে আসবেন। খ্রিষ্ট কোথায় জন্ম নিলেন, কোথায় যন্ত্রণাভোগ করলেন, কোথায় স্বর্গে আরোহণ করলেন, কোথায় শিষ্যদের প্রেরণ করলেন, কোথায় তাঁদের পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন, কোথায় সারা জগৎকে সুসমাচার প্রচার করতে তাঁদের আজ্ঞা দিলেন, এসব আমরা জানি। আর সেই শিষ্যেরা বাধ্য হলেন, যার জন্য এখন সারা পৃথিবী সুসমাচারে পরিপূর্ণ। [আর এসমস্ত কিছু সত্ত্বেও তুমি কি এখনও বল যে, ঈশ্বর আফ্রিকা থেকে আসবেন?]।

দনাতুসের ভ্রান্তমতের উৎপত্তি

৩৯। সেই ভ্রান্তমতপন্থী বলে চলে, 'তাই তুমিই আমাকে বোঝাও, *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন* এর অর্থ কি।'

পদটা পুরোই বল, আর হয়তো তার অর্থ বুঝবে। *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন, এবং সেই পবিত্রজন ছায়াময় পর্বত থেকে আসবেন* [ক]। তুমিই আমাকে বোঝাও, তিনি যখন আফ্রিকা থেকে আসবেন, তখন কি করে *ছায়াময় পর্বত থেকে* আসতে পারেন?

দনাতুসের দল নুমিদিয়ায় জন্ম নিল। তারাই প্রথম সেই দলে যোগ দিয়ে গোলমাল ও কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করল ও [মণ্ডলীকে] বিশাল আঘাতে আঘাতগ্রস্ত করল; নুমিদীয়রাই আরও মানুষকে এতে পাঠাল। তিগিসীয় সেকুন্দুসই তাদের পাঠাল। তিগিসি যে কোথায়, তা জানা কথা। যে মণ্ডলীসেবকদের পাঠানো হয়েছিল, তারা গির্জার বাইরে তাদের সম্মিলিত করল ও কার্থাগোর মণ্ডলীসেবকদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হল না। নিজেদের জন্য তারা এক পরিদর্শক নিযুক্ত করল এবং লুকিলার বাড়িতে তাদের গ্রহণ করা হল। সুতরাং এ গোটা কুকর্মের সাধক হলো নুমিদিয়ার একজন ভ্রান্তমতপন্থী।

যেখান থেকে উদ্ভূত হল এই আন্দোলন যা তত বড় দুর্যোগের সঙ্গে এখানে এসেছে, সেই নুমিদিয়ায় একটা ঝোপও নেই বলা চলে, এবং লোকে গুহায় বসবাস করে। তাই সেই নুমিদিয়ায় কেমন করে একটা ছায়াময় পর্বত থাকতে পারে? ব্যাপারটা আমাকে বোঝাও। তুমি শুধু শুধু বলো না, *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন*; আমি পরবর্তী অংশও দাবি করি তথা *এবং সেই পবিত্রজন ছায়াময় পর্বত থেকে আসবেন।*

আমাকে দেখাও যে দনাতুসের দল নুমিদিয়ায় উদ্ভূত হয়ে সেই ছায়াময় পর্বত থেকে আসে। সেখানে তুমি সবকিছু নগ্নই পাবে, উর্বর কোন মাঠ থাকলে সেগুলোতে গম উৎপাদন করা হয়, জৈতুন বাগান উর্বর বা গাছগাছালিতে চমৎকার কোন মাঠ তুমি পাবে না। সুতরাং, যেখান থেকে এই কেলেঙ্কারি এখানে এসেছে, কি করে সেই নুমিদিয়ায় ছায়াময় পর্বতের কথা তুমি উল্লেখ করতে পার?

হাবাকুকের ভাববাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যা

৪০। ওরা বলে চলে, ‘তাই তুমিই আমাকে বোঝাও *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন, এবং ঈশ্বর ছায়াময় পর্বত থেকে আসবেন* এর অর্থ কি।’

দেখ কত সহজেই আমি তা ব্যাখ্যা করব। সর্বপ্রথমে প্রভু যা বলেন তা-ই শোন: *এ প্রয়োজন ছিল যে, খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগ করবেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন; এবং যেরুশালেম থেকেই শুরু ক’রে তাঁর নামে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমার কথা সকল জাতির মধ্যে প্রচারিত হবে* [ক]। এই দেখ তিনি কোথা থেকে এলেন। যখন তিনি বলেন, শুরু ক’রে, তখন এ ভাববাণী দেন যে, সেখান থেকেই তিনি নিজের পবিত্রজনদের মধ্য দিয়ে

অন্যান্য জাতির কাছে গিয়ে পৌঁছবেন। নাবের যিশু পুস্তকে [অর্থাৎ যোশুয়া পুস্তকে] পড় কেমন করে ইস্রায়েল সন্তানদের দেশভূমি সকল গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। সেই পুস্তকে স্পষ্ট বলা হয় যে, *আফ্রীয় থেকেই সেই যেবুস অর্থাৎ যেরুশালেম* (খ)। পড়, অনুসন্ধান কর, তবেই সন্ধান পাবে।

আহা, যদি এমনটি হত যে, [সত্যের] সন্ধান পেয়ে তুমি তা বিশ্বাস করতে; আহা, যদি এমনটি হত যে তুমি তোমার বিদ্বেষ ছেড়ে দিতে। '*আফ্রীয় থেকেই সেই যেবুস অর্থাৎ যেরুশালেম*'; এবং প্রভুর সেই '*যেরুশালেম থেকে শুরু ক'রে*', এটিই '*ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন*' এর অর্থ।

তবে '*ছায়াময় পর্বত থেকে*' এর অর্থ কি? সুসমাচারও পড়। খ্রিষ্ট জৈতুন পর্বত থেকেই স্বর্গে আরোহণ করলেন। পরবর্তী কথা পড়। ব্যাপারটা এর চেয়ে কি আরও স্পষ্ট হতে পারে? তুমি তো শুনছ '*আফ্রীয় থেকে*'; আবার শুনেছ, '*ছায়াময় পর্বত থেকে*'। বিধানের কথা উল্লেখ করলাম, সুসমাচারের কথা উল্লেখ করলাম।

তুমি শুনেছ, '*যেরুশালেম থেকে শুরু ক'রে*'; এবার শোন, '*সকল জাতির মধ্যে*'। সেই একই নবীর পুস্তকে সেই সমস্ত বাণীও পড় যা তুমি তুচ্ছ করেছিলে, সেই সমস্ত বাণী যা তুমি বাদ দিয়েছিলে, *ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন, এবং সেই পবিত্রজন ছায়াময় পর্বত থেকে আসবেন; তাঁর ছায়া পাহাড়পর্বত আবৃত করবে, ও পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ* (গ)।

সুতরাং, '*যেরুশালেম থেকে শুরু ক'রে সকল জাতির মধ্যে*'; কিন্তু কি করে '*যেরুশালেম থেকে শুরু ক'রে? ঈশ্বর আফ্রীয় থেকে আসবেন, এবং সেই পবিত্রজন ছায়াময় পর্বত থেকে আসবেন*' অর্থাৎ আসবেন সেই জৈতুন পর্বত থেকে যা থেকে খ্রিষ্ট স্বর্গে আরোহণ করলেন ও যা থেকে তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করলেন। সেইখানে তিনি আরোহণ করার আগে বলেছিলেন, *পিতা যে সকল কাল নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়; কিন্তু তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে পরাক্রম লাভ করবে; তখন তোমরা আমার সাক্ষী হবে;* লক্ষ কর সুসমাচার-প্রচার কেমন শুরু হয়েছিল: *তোমরা যেরুশালেমে, যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং সারা পৃথিবী জুড়ে আমার সাক্ষী হবে* (ঘ)।

অতএব যখন খ্রিষ্ট-ঈশ্বর এলেন এবং তাঁর নাম ও তাঁর সুসমাচার-প্রচারকর্ম শুরু হলো যেরুশালেম থেকে, তখনই তিনি *আফ্রীয় থেকে* এলেন, *ছায়াময় পর্বত থেকেও* অর্থাৎ জৈতুন পর্বত থেকেও এলেন। আর যেহেতু সুসমাচার সকল জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, সেজন্য *তাঁর ছায়া* অর্থাৎ তাঁর সঞ্জীবনী শক্তি ও তাঁর রক্ষা *পাহাড়পর্বত আবৃত করবে*, এবং সেইজন্য *পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ* (ঙ)। তাই সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তোমরাও *গাও নতুন গান*, পৃথিবীর এক কোণের সঙ্গে পুরাতন একটা গান নয়।

কিরেনীয় শিমোন ও আরিমাথেয়ার যোসেফ

৪১। ওরা আরও কিছু বলে থাকে, যেমন, কিরেনীয় শিমোনকে প্রভুর ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করা হয়েছিল (ক)। হ্যাঁ, আমরা তা ঠিকই পড়ি, কিন্তু আমি জানতে চাই, এতে তোমার কী লাভ।

ভ্রান্তমতপন্থী বলে, 'সেই কিরেনীয় একজন আফ্রীয়, আর এজন্যই তাঁকে ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করা হল।'

আচ্ছা, তুমি সম্ভবত জান না কিরেনে কোথায় অবস্থিত। কিরেনে লিবিয়ায়, পেন্তাপলিসেই, অবস্থিত; তা এমন অঞ্চল যা আফ্রিকার পাশবর্তী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুবেরই অংশ। কমপক্ষে তুমি [রোম] সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো যেভাবে বণ্টন করা রয়েছে, তা থেকেই জানতে পার। পুব অঞ্চলের সম্রাটই কিরেনেতে বিচারক পাঠান। আমি স্বল্প কথায় তোমাকে উত্তর দেব।

দনাতুসের দল যেখানে অবস্থিত, সেখানে কিরেনে নামক কোন যায়গা পাওয়া যায় না; আর যেখানে কিরেনে অবস্থিত, সেখানে কোন দনাতুসের দল পাওয়া যায় না। প্রকাশ্য সত্য ভুল স্পষ্ট করে তোলে। আমাকে দেখাও সেই কিরেনে যেখানে দনাতুসপন্থীরাও রয়েছে; আমাকে দেখানো হোক দনাতুসের দল যেখানে কিরেনে অবস্থিত।

ভাইসকল, একথা সুস্পষ্ট যে, সেই পেন্তাপলিস অঞ্চলে কাথলিক মণ্ডলী অবস্থিত, সেখানে দনাতুসের কোন দল নেই। এব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে, এসো, যাদের প্রতি দয়া দেখানো দরকার তাদের বিষয়ে হাসি, এমনকি যাদের বিষয়ে হাসা উচিত তাদের দয়া

দেখাই। এ কেমন কথা। তুমি আমাকে স্মরণ করাও সেই কিরেনীয়ের মহা পুণ্যির কথা যিনি প্রভুর ক্রুশ বহন করেছিলেন, আর তাঁকে একজন আফ্রীয় মনে কর। না, তিনি পুবদেশেরই মানুষ। আসলে লিবিয়ার কথা দুই অর্থে বলা যেতে পারে। হয় সেই অঞ্চল হিসাবে যা প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকা, না হয় পুবের সেই অঞ্চল হিসাবে যা আফ্রিকার পাশবর্তী ও তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন। যাই হোক, ধরে নিলাম, সেই কিরেনীয় আফ্রিকার মানুষ।

তিনি বাধ্য হয়ে প্রভুর ক্রুশ বহন করেছিলেন, এজন্যই কি তুমি তাঁকে ধন্য গণ্য কর? তবে মহত্তর কারণে আর একজন কি একথা বলতে পারবে না যে, খ্রিষ্টের মণ্ডলী আরিমাথেয়ায় থেকে গেছে? কেননা আরিমাথেয়া-বাসী যে ধনবান লোক ঈশ্বরের রাজ্য চেয়ে দেখছিলেন, সেই যোসেফ বাধ্য হয়ে নয়, বলপ্রয়োগেও নয়, ক্রুশের কাছে গিয়েছিলেন (খ)। আর অন্যান্যরা ভীত হলেও তিনি পিলাতের কাছে প্রভুর দেহকে সমাধি দেবার জন্য অনুমতি চাইলেন, ক্রুশ থেকে দেহটিকে নামিয়ে দিলেন, সমাধি-ব্যবস্থা পালন করলেন, দেহটাকে গুহায় রাখলেন; আর এসব কিছুর জন্য তিনি সুসমাচারে প্রশংসার পাত্র হলেন। তবে কি? প্রভুর মৃতদেহের প্রতি এত সম্মান দেখিয়েছেলেন যিনি, যেহেতু সেই ভক্তজন আরিমাথেয়ার মানুষ ছিলেন, সেজন্য কি মণ্ডলী সেই আরিমাথেয়ায় থেকে গেল? অথবা, তোমরা যদি তাঁকেই বেশি পছন্দ কর যিনি ক্রুশ বহন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, অর্থাৎ বলপ্রয়োগেই ক্রুশ বহন করেছিলেন, তাহলে ঠিকই করছেন সেই কাথলিক সম্রাটদ্বয় (গ) যখন তাঁরা বলপ্রয়োগে তোমাদের ঐক্যের দিকে চালিত করেন।

---

১ (ক) সাম ৭৯ (৮০):২।

(খ) এজে ৩৪:১-১৬ যা লাতিন পাঠ্য অনুসারে বাঙলা অনুবাদে দাঁড়ায়: [১] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; ভাববাণী দাও, ও ইস্রায়েলের সেই পালকদের বল: প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্, যারা শুধু নিজেদেরই চরায়। এ কি বরং উচিত নয় যে, পালকেরা মেষগুলি চরাবে? [৩] তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে জবাই কর, কিন্তু মেষগুলোকে চারণমাঠে নিয়ে যাও না। [৪] যে মেষ দুর্বল, তাকে তোমরা বলবান করনি, যেটা পীড়িত, তাকে যত্ন করনি, যেটা

ক্ষতবিক্ষত, তার ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেটা পথভ্রষ্ট, তাকে ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি, যেটা বলবান, তাকে শেষ করে দিয়েছ। [৫] তাই কোনও পালক না থাকায় আমার মেষগুলো এখন বিক্ষিপ্ত। [৬] আমার মেষগুলি পর্বতে পর্বতে ও যত উচ্চ উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে; আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে;আর তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে বা তাদের ডেকে ফিরিয়ে আনবে এমন কেউই ছিল না। [৭] সুতরাং, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন। [৮] আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি—যেহেতু কোন [প্রকৃত] পালক না থাকায় আমার মেষগুলো যত বন্যজন্তুর খাদ্য হয়েছে; আরও, যেহেতু আমার পালকেরা আমার মেষগুলোকে খোঁজ করেনি; পালকেরা নিজেদেরই চরিয়েছে, তারা আমার মেষগুলোকে চরায়নি , [৯] সেজন্য, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন। [১০] প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন:দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে। তাদের হাত থেকে আমার মেষগুলো ফেরত চাইব, ও তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেব যেন তারা আমার মেষগুলোকে আর না চরায়; তাতে তারা আর নিজেদের চরাবে না, কেননা আমি আমার মেষগুলোকে তাদের মুখ ও তাদের হাত থেকে উদ্ধার করব; তাতে মেষগুলো আর কখনও তাদের খাদ্যের বস্তু হবে না। [১১] কারণ প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে খোঁজ করব ও তাদের দেখতে আসব [১২] বিক্ষিপ্ত পালের মধ্যে থাকার সময়ে পালক যেমন নিজের মেষপালকে দেখতে আসে; সেই মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব। [১৩] আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের বের করে আনব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব; আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব, এবং ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে, জলস্রোতের ধারে ও পৃথিবীর যত লোকালয়ে তাদের চরাব। [১৪] আমি সেরা চারণমাঠে ও ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর তাদের চরাব; সেইখানে হবে তাদের ঘেরি; তারা নিদ্রা যাবে ও উত্তম ও আনন্দময় স্থানে বিশ্রাম করবে, এবং ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে চরে বেড়াবে। [১৫] আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের বিশ্রাম দেব—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি। [১৬] যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনব, যেটার হাড় ভগ্ন তাকে বেঁধে দেব, যেটা মরণাপন্ন তাকে উজ্জীবিত করব, যেটা হৃষ্টপুষ্ট ও যেটা বলবান তাদের প্রতিপালন করব। আমি ন্যায়বিচার-নীতিতে তাদের চরাব।'

২ (ক) এজে ৩৪:১-২।

(খ) এজে ৩৪:২।

(গ) ফিলি ২:২১।

(ঘ) উপ ১২:১৪ দ্রঃ।

৩ (ক) এজে ৩৪:৩-৫।

(খ) ১ করি ৯:৭।

৪ (ক) লুক ১০:৩৫।

(খ) ফিলি ৪:১১-১৬ দ্রঃ।

(গ) ফিলি ৪:১৭।

৫ (ক) লুক ১২:৩৫

(খ) মথি ৫:১৫-১৬।

৭ (ক) গা ৪:১৪,১৫।

(খ) ১ করি ১২:২৬।

(গ) গা ৪:১৬।

৯ (ক) তীত ২:৭।

(খ) ১ তি ৪:১২।

(গ) মথি ২৩:৩।

(ঘ) মথি ৫:২৮।

(ঙ) এজে ৩৪:৩।

১০ (ক) এজে ৩৪:৪।

(খ) সিরা ২:১ লাতিন পাঠ্য।

(গ) ১ করি ১০:৪ দ্রঃ।

১১ (ক) ২ তি ৩:১২।

(খ) হিব্রু ১২:৬ লাতিন পাঠ্য।

(গ) হিব্রু ১২:৬।

(ঘ) ফিলি ২:৬।

(ঙ) রো ৮:১৪-১৬; ৮:২৩; গা ৪:৫ দ্রঃ।

(চ) সাম ২:৮।

১২ (ক) সিরা ২:১।

(খ) ১ করি ১০:১৩।

(গ) ২ করি ১৩:৩ দ্রঃ।

(ঘ) সাম ৮০:৬ লাতিন পাঠ্য।

১৩ (ক) এজে ৩৪:৪।

(খ) এজে ৩৪:৪।

(গ) ১ করি ১০:১৩।

১৪ (ক) এজে ৩৪:৪।

(খ) ২ তি ৪:২।

(গ) ২ করি ৫:১০।

(ঘ) দনাতুস ও তার ভ্রান্তমত সম্পর্কে পুস্তকের ভূমিকা দ্রঃ।

১৫ (ক) এজে ৩৪:৪।

(খ) এজে ৩৪:৩।

(গ) এজে ৩৪:৪।

(ঘ) এজে ৩৪:৪।

১৭ (ক) এজে ৩৪:৫-৬ দ্রঃ।

(খ) এজে ৩৪:৬।

(গ) সাম ১২০ (১২১):১ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) সাম ১২০ (১২১):২ লাতিন পাঠ্য)।

(ঙ) সাম ৮২ (৮৩):২ লাতিন পাঠ্য।

(চ) প্রকাশ ১৯:১০ দ্রঃ।

১৮ (ক) এজে ৩৪:৬ দ্রঃ

(খ) রো ১১:২৩।

(গ) এজে ৩৪:৬ দ্রঃ।

১৯ (ক) এজে ৩৪:৭,৮।

(খ) এজে ৩৪:৮।

(গ) এজে ৩৪:৮।

২০ (ক) এজে ৩৪:৯।

(খ) এজে ৩৪:১০।

(গ) এজে ৩৩:৭-৯।

(ঘ) এজে ৩৩:২-৬ দ্রঃ।

২১ (ক) এজে ৩৪:১১।

(খ) মথি ২৩:৩।

(গ) মথি ১৫:১৪।

(ঘ) মথি ২৩:৩।

২২ (ক) মথি ২৩:৩।

(খ) রো ২:২১ দ্রঃ।

(গ) মথি ৭:১৬।

(ঘ) মথি ২৩:৩।

২৩ (ক) এজে ৩৪:১০।

(খ) সাম ১৩ (১৪):৪ লাতিন পাঠ্য।

(গ) এজে ৩৪:১০-১১।

(ঘ) যেরে ৩:১৫।

(ঙ) যোহন ২১:১৫-১৭।

(চ) যোহন ২১:১৫-১৭।

(ছ) এজে ৩৪:১০-১১।

(জ) সাম ৭৯ (৮০):২।

(ঝ) আদি ৩৭ দ্রঃ।

(ঞ) সাম ৭৯ (৮০):৩।

(ট) এজে ৩৪:১১-১২।

(ঠ) এজে ৩৪:১১।

(ড) যোহন ১০:১৭।

(ঢ) এজে ৩৪:১২।

২৪ (ক) এজে ৩৪:১৩।

(খ) এজে ৩৪:১৩ লাতিন পাঠ্য।

(গ) সাম ১৯:৫ দ্রঃ।

(ঘ) এজে ৩৪:১৩-১৪ লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) এজে ৩৪:১৪ লাতিন পাঠ্য।

২৫ (ক) এজে ৩৪:১৪।

(খ) সাম ১২০ (১২১):১-২ দ্রঃ।

(গ) সাম ১২০ (১২১):২।

(ঘ) এজে ৩৪:১৫।

২৬ (ক) এজে ৩৪:১৫ লাতিন পাঠ্য।

(খ) এজে ৩৪:১৬ লাতিন পাঠ্য।

২৭ (ক) এজে ৩৪:১৬।

২৮ (ক) যেরে ১৭:১১ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ২ করি ১১:৩; ১ তি ২:১৪ দ্রঃ।

(গ) যেরে ১৭:১১।

(ঘ) ১ করি ১:২০।

(ঙ) আদি ৩:৬।

(চ) আদি ৩:১ লাতিন পাঠ্য।

২৯ (ক) দিওক্লেতিয়ানুস সম্রাটের আমলে (৩০৩ খ্রিঃ) খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র নির্যাতন শুরু হয়। ‘হস্তান্তরকারী’ তাদেরই বলত যারা নিজেদের পবিত্র ধর্মীয় সামগ্রী (যেমন বাইবেল) কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাত। ৩৩ (ক) টীকা দ্রঃ।

(খ) এজে ৩৪:১৬।

(গ) যোহন ১০:২৭।

৩০ (ক) যোহন ২১:১৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ২১:১৭ দ্রঃ।

(গ) ২ করি ১০:১৭।

(ঘ) এজে ৩৪:১৫।

(ঙ) যোহন ১০:১৬।

(চ) ১ করি ১:১০ দ্রঃ।

(ছ) যোহন ১০:১৭।

৩১ (ক) লুক ১৯:১০ দ্রঃ।

৩২ (ক) যোহন ১০:১৭।

(খ) লুক ২৪:৪৭।

৩৩ (ক) নির্যাতনকালে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কতিপয় খ্রিষ্টবিশ্বাসী বাইবেল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিত বা প্রতিমাপূজা করত। যারা বাইবেল তুলে দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তাদের লজ্জা দেবার জন্য লোকে তাদের 'হস্তান্তরকারী' বলত। ২৯ (ক) টীকা দ্রঃ।

(খ) আদি ২২:১৮।

(গ) সাম ২:৮।

(ঘ) সাম ২১ (২২):২৮-২৯ লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) সাম ৯৫ (৯৬):১।

(চ) সাম ৭১ (৭২):১১।

৩৪ (ক) মথি ৮:১০-১১।

(খ) সাম ১৮ (১৯):৭।

(গ) সাম ৯৭ (৯৮):৩।

(ঘ) সাম ১৮ (১৯):৫।

৩৫ (ক) পরমগীত ১:৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সাম ২:৮।

(গ) সাম ২১ (২২):২৮।

(ঘ) মথি ৭:৭ দ্রঃ।

৩৬ (ক) পরমগীত ১:৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) পরমগীত ১:৭।

(গ) পরমগীত ১:৮।

(ঘ) সাম ৫৪ (৫৫):১৩-১৪ লাতিন পাঠ্য।

৩৭ (ক) ইশা ৫:১৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ভ্রান্তমতপন্থীরা এধারণা সমর্থন করত যে, অপরাধী বিশপ বা প্রবীণের (অর্থাৎ পুরোহিতের) সম্পাদিত সাক্রামেন্ত অকার্যকর, এর ফলে তারা নতুন করে বাপ্তিস্ম সম্পাদন করত (এবিষয়ে পুস্তকের ভূমিকা দ্রঃ)।

(গ) পরমগীত ১:৭ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) পরমগীত ১:৭।

(ঙ) পরমগীত ১:৮।

(চ) পরমগীত ১:৭ লাতিন পাঠ্য।

(ছ) পরমগীত ১:৮।

(জ) পরমগীত ১:৮।

(ঝ) যোহন ২১:১৭।

(ঞ) পরমগীত ১:৮।

৩৮ (ক) সাম ৮৯ (৯০) ১২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ইশা ৫৮:১০।

(গ) পরমগীত ১:৮।

(ঘ) হাবা ৩:৩ লাতিন পাঠ্য।

৩৯ (ক) হাবা ৩:৩।

৪০ (ক) লুক ২৪:৪৬-৪৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোশুয়া ১৫:৮ লাতিন পাঠ্য।

(গ) হাবা ৩:৩।

(ঘ) প্রেরিত ১:৭-৮।

(ঙ) সাম ৯৫ (৯৬):১।

৪১ (ক) মথি ২৭:৩২ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৭:৫৭-৬০ দ্রঃ।

(গ) সেসময় রোম সাম্রাজ্য দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, পশ্চিমা দেশগুলোকে চালাতেন এক সম্রাট, প্রাচ্য দেশগুলোকে অন্য এক সম্রাট। সম্রাটদ্বয় কাথলিক হওয়ায় একটা বিধি জারি করেছিলেন যা অনুসারে ভ্রান্তমতপন্থীরা যথার্থ ধর্মবিশ্বাস মেনে নিতে বাধ্য ছিল।